গবেষণাপত্র সংকলন- ৪

- আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্ তাবারী ঃ জীবন ও কর্ম
- হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ঃ জীবন ও কর্ম

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন- ৪

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্ তাবারী ঃ জীবন ও কর্ম

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ঃ জীবন ও কর্ম

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

গবেষণাপত্র সংকলন-৪

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪২৯
কার্তিক ১৪১৫
অকটোবর ২০০৮

ISBN : 984-843-038-4

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : চল্লিশ টাকা

Gobesonapatra Sankalan-4 Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition October 2008 Price Taka 40.00 only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

তাফসীর শাস্ত্রে যাঁদের অবদান অনেক বড়ো আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্ তাবারী তাঁদের একজন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান থাকলেও তাফসীর অভিজ্ঞানে তিনি সুউচ্চ স্থান দখল করে আছেন। তত্ত্ব ও তথ্যের বিশুদ্ধতার কারণে সাড়ে এগারশত বছর পরেও তাঁর রচিত তাফসীরটি অগণিত মানুষের জ্ঞান পিপাসা মিটিয়ে চলছে। এতো বড়ো মাপের ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বে আত্ তাবারী বাংলাভাষীদের নিকট খুব বেশি পরিচিত নন। ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ রচিত গবেষণাপত্রটি এই অভাবটি যথেষ্ট পরিমাণে দূর করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তাফসীর অভিজ্ঞানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন এমন আরেক ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসির। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ থাকলেও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অবদান বিশাল। তাঁর জীবন ও অবদান সম্পর্কে বাংলাভাষীদের অবগতি খুবই কম। ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ রচিত গবেষণাপত্রটি হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দুইটি গবেষণাপত্র সমন্বয়ে "গবেষণাপত্র সংকলন-৪" প্রকাশিত করতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.pathagar.com

সূচীপত্র ঃ

- আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্ তাবারী :
  জীবন ও কর্ম.....৫

- হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ঃ
  জীবন ও তাফসীর-কর্ম.....৩৭

www.pathagar.com

আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্ তাবারী : জীবন ও কর্ম

www.pathagar.com

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ প্রণীত "আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্ তাবারী ঃ জীবন ও কর্ম" শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রথমে চব্বিশ জন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট প্রেরিত হয়। অতপর এটি ৮ই মে ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে উপস্থাপিত হয়। গবেষণাপত্রটির ওপর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও মূল্যবান পরামর্শ রেখে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস্ সামাদ, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, মুফতি মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ড. আ.জ.ম. কুত্বুল ইসলাম নু'মানী, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন ও জনাব নূরে আলম।

www.pathagar.com

আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌নু জারীর আত্ তাবারী : জীবন ও কর্ম

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আর এই জীবনব্যবস্থার মৌলিক আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের প্রধান উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। জীবনব্যবস্থার বিধান সংবলিত এই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল এর আদেশ-নির্দেশাবলী তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা। মুসলিমদের কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা এই তাৎক্ষণিক কার্যকরণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। ৬১০ খৃ. থেকে ৬৩৩ খৃ. পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ তেইশ বছরে যখনই কোনো আয়াত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর নাযিল হতো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা উপস্থিত সাহাবীদের সামনে পাঠ করে শুনাতেন। অধিকন্তু আয়াতগুলো তাঁর সাহাবীদের মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। তৎকালীন সময়ে মক্কা ও মদীনায় লিখন সামগ্রীও ছিল অপ্রতুল, তাই মৌখিক প্রচারই প্রাধান্য লাভ করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মদীনায় অবস্থানের প্রথম দিকে রাবি'আ গোত্রের লোকদেরকে সাক্ষাৎদানকালে সমাপনী ভাষণে বলেছিলেন :

'যা বললাম তা মনে রেখ, আর যাদেরকে রেখে এসেছো তাদের কাছে প্রচার করো'।[১]

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কুরআন লেখার মাধ্যমেও প্রচার হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। তাই তিনি সর্বাবস্থায় এমনকি ভ্রমণের সময়ও লিপিকার ও লিখন সামগ্রী সাথে রাখতেন।[২] অবশ্য

---

১. ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ১

২. M. Habib, "Islam's writting on the wall ..." The Unesco courier (Dec. 1977), P. 43

www.pathagar.com

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবদ্দশায় প্রথম দিকে হাদীস লিখে রাখতে তিনি নিষেধ করেন। ফলে ইসলামের প্রথম যুগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যাও লেখা হতো না। কুরআনের পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবই মুখে মুখে চলতো। এ কারণে হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে আলকুরআনের কোনো তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি বললেই চলে। পরে, ধীরে ধীরে হাদীস সংগ্রহ এবং গ্রন্থনার সাথে সাথে কুরআনের তাফসীর রচনাও জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখার রূপ পরিগ্রহ করে। এ পর্যায়ে তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করা হয়। একদল মুফাস্‌সির মুহাদ্দিসদের পদ্ধতি অনুসরণ করে সনদভিত্তিক তাফসীর রচনায় ব্রতী হন। তাঁরা সনদের সত্যাসত্যের উপর মতনের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এরূপ তাফসীরের ক্ষেত্রে আবু জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌নু জারীর আত-তাবারী (মৃ. ৩১০ হি./৯২২ খৃ.) ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁর সময়ে (২২৪-৩১০ হি.) আব্বাসীয় সমাজ স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছে এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বিকাশ লাভ করে। বস্তুত হিজরী তৃতীয় শতক তাফসীর চর্চার স্বর্ণযুগ। এ সময়ে মুসলিম সমাজে যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের উদ্ভব হয়। এসব ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও বাতিল ফিরকার কবল থেকে তাফসীর অভিজ্ঞানকে মুক্ত করার জন্য হাদীসের নির্ভরযোগ্য সনদের আলোকে তাফসীর রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। আল্লামা আত্ তাবারীসহ অনেকেই তখন পবিত্র কুরআনের তাফসীর হাদীসের আলোকে রচনায় ব্রতী হন।

তাই বলা যায়, যে সকল মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার ফলে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, কিরাত, ইতিহাস, দর্শন, তর্কবিদ্যাসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শন বিশ্বব্যাপী মর্যাদার স্বর্ণালী আসনে সমাসীন; বিশেষত: তাফসীর অভিজ্ঞানে যাঁদের অবদান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় সমুজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে হিজরী তৃতীয় শতকের কীর্তিমান পুরুষ, বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌নু জারীর আত-তাবারী ছিলেন অন্যতম। তাফসীর প্রণয়নে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, সুদূরপ্রসারী অন্তরদৃষ্টি ও অনুপম শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় লেখক ও পণ্ডিতগণের মাঝে আল্লামা আত্ তাবারীর

www.pathagar.com

অধ্যবসায় সুবিদিত। তাঁর মেধা, মননশীলতা, একাগ্রতা, বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলীর অসাধারণত্ব সত্যিই বিস্ময়কর এবং প্রশংসার দাবিদার। প্রসিদ্ধ ইমাম, প্রতিষ্ঠিত লেখক ও গবেষক, খ্যাতিমান মনীষী এবং বিশ্বখ্যাত পণ্ডিতগণের তালিকায় তাঁর নাম উপরের দিকে। তিনি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সিরুল কুরআন, সনাতন ধারার তাফসীর রচয়িতাদের পথিকৃৎ এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে ইতিহাস রচয়িতাদের অগ্রপথিক। জ্ঞানতাপস আত্ তাবারী তাঁর সুদীর্ঘ ছিয়াশি বছরের জীবনের অমর কীর্তিস্বরূপ তিন হাজার পৃষ্ঠার *'জামি'উল বয়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন'* শিরোনামে একখানি অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ তাফসীরখানি সমকালীন প্রেক্ষাপটে প্রণীত হলেও তত্ত্ব ও তথ্যের বিশুদ্ধতার কারণে সাড়ে এগার'শ বছরের সুপ্রাচীন এ তাফসীরখানি আজও মুসলিম জাহানে প্রামাণ্য ও নন্দিত তাফসীর হিসেবে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের প্রথিতযশা পণ্ডিতগণও এই গ্রন্থকে তথ্য সংগ্রহ ও তাত্ত্বিক সমালোচনামূলক গবেষণার উৎস বলে মনে করে থাকেন। অনুরূপ হাদীস শাস্ত্রের ওপর লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থ *'তাহযিবুল আসার'* এবং ইতিহাসের ওপর লিখিত *'তারিখুর রুসূল ওয়াল মূলক'* আত্ তাবারীর কর্মময় জীবনকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করেছে। ঐতিহাসিকদের মতে অনুরূপ গ্রন্থ আজও রচনা করা সম্ভব হয়নি। এই প্রবন্ধে আল্লামা আত্ তাবারীর জীবন ও কর্ম উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

জীবনকথা

আল্লামা আত্ তাবারীর মূল নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম জারীর, পিতামহের নাম ইয়াযিদ, প্রপিতামহের নাম কাসীর এবং তিনি গালিবের পুত্র। কেউ তাঁর প্রপিতামহের নাম খালিদ বলেছেন। তাঁর উপাধি আবু জা'ফর। কিন্তু তাবারিস্তানে জন্ম হওয়ার কারণে তিনি *'আত্ তাবারী'* নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৩] তিনি ২২৪ হিজরী মুতাবিক ৮৩৮ খৃস্টাব্দে অষ্টম আব্বাসীয়

৩. ইব্‌ন নাদিম, আল-ফিহরিশত্ বৈরূত : মাকতাবা আল-খায়রাত, ১৮৭২ খৃ., পৃ. ২৩৪; ড. হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, ১৯৮৭ খৃ./১৪০৭ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫।

www.pathagar.com

খলীফা *মু'তাসিম বিল্লাহর* শাসনামলে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলের বিস্তৃত পার্বত্য প্রদেশ তাবারিস্তানের[৪] *'আমুল'* নামক স্থানে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ২২৪ হিজরী/৮৩৮ খৃস্টাব্দ ছাড়াও কারো কারো মতে, তিনি ২২৫ হিজরী/৮৩৯ খৃস্টাব্দের শুরুতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, তিনি ২২৪ হিজরী/৮৩৮ খৃস্টাব্দের রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[৬]

আত্ তাবারীর মধ্যে বাল্যকাল থেকেই জ্ঞানস্পৃহা ও বিদ্যানুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। পিতার কাছেই তাঁর জ্ঞান সাধনার হাতেখড়ি হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি আল-কুরআনুল কারীম মুখস্থ করেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের ইতিহাস তিনি ছেলেবেলায় নিজগৃহে অবস্থানকালে গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন। আট বছর বয়সে তিনি নামাযের ইমামতি করেন, নয় বছর বয়সে হাদীস লেখা শুরু করেন।[৭] এভাবে অল্প দিনের মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময় ইরাক ছিল মুসলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। তাই একজন কবি বলেছিলেন :[৮]

---

৪. তাবারিস্তান পারস্যের একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশের নাম। এর পূর্ব নাম মাযান্দ্রারান। আরবের বিজয়ের পর তাবারিস্তান নামকরণ করা হয়। আরবদের বিজয়ের পূর্বে এ অঞ্চলটি ছিল গভীর অরণ্যে বেষ্টিত একটি বনভূমি অঞ্চল। আরবদের বিজয়ের পর তারা এসব বন-জঙ্গল 'তাবার' নামক কাটারী যন্ত্র দিয়ে পরিষ্কার করে এর অনুর্বর জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করে। আর এই তাবার নামক কাটারী যন্ত্র থেকেই এই স্থানের নাম তাবারিস্তান রাখা হয়েছে বলে মনে করা হয়। (বি.দ্রঃ ড. মো. আজিজুর রহমান, ইব্ন জারীর আত-তাবারীর ইতিহাস চর্চায় অবদান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খৃ., পৃ. ২৯)

৫. 'আমূল' তাবারিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধশালী নগরী। এটি পূর্ব মাযান্দ্রারান সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে হারহায নদীর তীরবর্তী কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। মুসলিম শাসনামলে এ স্থানটি শিল্প-সাহিত্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। (বি.দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)

৬. প্রাগুক্ত

৭. তাহযিবুল আসার, নাসির ইব্ন সা'দ আল-রশিদ সম্পাদিত, মক্কা : মাতাবী আল-সাফা, ১৪০২ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. 'জীম'

৮. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; আল-খতিব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, কায়রো : মাকতাবাত আল-খানজী, ১৩৪৯ হি., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; ইব্ন জারীর আত-তাবারী, জামিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৪; এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, আরব জাতির ইতিহাস চর্চা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৫০

www.pathagar.com

'আমি দেখেছি একজন মানুষকে যাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সম্পাদকের গাম্ভীর্য, এমন একজন যিনি ব্যক্ত করেছেন ইরাকের সুমহান সংস্কৃতি'।

যুবক আত্ তাবারী উচ্চ শিক্ষার জন্য উদগ্রীব হয়ে ইসলামী শিক্ষায়তন সমূহে যাতায়াত শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি ইরাকের বাগদাদে এসেছিলেন। ১২ বছর বয়সে তিনি প্রথমত রাঈ এবং পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোর শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। অত:পর ২৩৬ হিজরীতে আব্বাসীয় খিলাফাতের রাজধানী, সর্বোচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র মদীনাতুস সালাম বা বাগদাদে গমন করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলের (র) কাছে হাদীস অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু আত্ তাবারী বাগদাদে তাঁর কাছে পৌছার আগেই ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ইন্তিকাল করেন।[৯] অত:পর তিনি বাগদাদে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং সেখানকার প্রখ্যাত আলিমদের কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ইতিহাস, আরবী ভাষা ও সাহিত্যসহ শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর এখানকার শিক্ষকদের মধ্যে আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জায়াফরানী, ইউনুস ইব্ন আবদুল 'আলা, আবদুল হাকিম মুহাম্মাদ, আবদুর রহমান, আবদুল ওয়াহ্হাব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০] এরপর তিনি বসরায় গমন করেন। বসরা গমনের পথে তিনি ওয়াসিতে বসবাসরত অনেক মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। এখানে তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা আস-সানআনী আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, ইব্ন দার এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। আল্লামা আত্ তাবারী বসরার শীর্ষস্থানীয় আলিমদের থেকে জ্ঞানার্জনের পর ইসলামের মুখ্য বিষয়ের উপর অধিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে কুফায় গমন করেন। সেখানকার মুহাদ্দিস ও ফকীহদের নিকট হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি সেখানকার শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আবু

---

৯. ইব্ন খাল্লিকান, ওফাআতুল আইয়ান, মিসর : বুলাক প্রেস, ১২৯৯ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'সা'; ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; ইব্ন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; আল-বা'স আল-ইসলামী, নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্মৌ, ভারত, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১১ হি., পৃ. ১৪

১০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খৃ., ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৮

www.pathagar.com

কুরাইবের নিকট থেকে প্রায় এক লক্ষ হাদীস গ্রহণ করেন।[১১] এ প্রসঙ্গে আত্ তাবারী বলেন :[১২]

> "একদা আমি কতিপয় মুহাদ্দিসের সাথে আবু কুরাইবের সন্নিকটে যাই। মুহাদ্দিসগণ ঘরের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি নিজেই বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এসে তিনি জানতে চান, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার হাদীস মুখস্থ করেছে? একথা শুনে উপস্থিত সবাই আমার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর আমি হাদীসসমূহ মুখস্থ বলে দিলাম"।

কুফায় জ্ঞানার্জনের পর তিনি ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মিসর গমন করেন। মিসর গমনের পথে সিরিয়া এবং তৎসমুদ্র উপকূল সীমান্ত বর্তী এলাকায় পরিভ্রমণ করে প্রখ্যাত আলিমদের থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ২৫৩ হিজরীতে তিনি মিসরের ফুসতাত শহরে উপনীত হয়ে সেখানকার বিখ্যাত পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। আত্ তাবারীর পাণ্ডিত্যের কথা দ্রুত মিসরে ছড়িয়ে পড়লে আবুল হাসান আলী ইব্ন সিরাজ নামের একজন বিখ্যাত আলিম তাঁর সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। তিনি আত্ তাবারীকে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, আরবী সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। এতে তিনি খুবই খুশী হন এবং তাঁর প্রশংসা করেন।[১৩]

আত্ তাবারী মিসর থেকে পুনরায় বাগদাদ ফিরে আসেন। জীবনের শেষ দিনগুলো সেখানেই অতিবাহিত করেন। বাগদাদ থেকে জন্মভূমি তাবারিস্তানে তিনি মাত্র দু'বার স্বল্পকালীন সফরে গিয়েছিলেন। বাগদাদে বসেই তিনি তাঁর বিশ্বখ্যাত তাফসীরুল কুরআন ও ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৪] বিভিন্ন দেশে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন খ্যাতিমান আলিমদের সাহচর্যে অবস্থান করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করা।

---

১১. ইব্ন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৪

১২. আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত, মু'জামুল উদাবা, বৈরুত : দারুল এহইয়া ট্রাষ্ট, তা : বি:, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫১

১৩. P.K. Hitti, History of the Arabs, London : Macmillon & Co. Ltd., 1961, P. 391

১৪. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১

www.pathagar.com

আল-কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহের সময়ে তাঁর আর্থিক সংকটের কথা জানা যায়। তবে এই আর্থিক সংকটের কারণে তাঁর জ্ঞানার্জনে কোন ছেদ পড়েনি, জ্ঞানচর্চার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। তিনি বাধা-বিপত্তি ও কষ্টকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা মুকাবিলা করে জ্ঞান-সাধনার সম্মুখ পথে অগ্রসর হতেন। জানা যায়, তাঁর পিতা বাৎসরিক ভাতা পাঠাতেন কিন্তু তা সময়মত তাঁর হাতে পৌঁছত না। এ কারণে বহুদিন তাঁকে অর্ধাহারে-অনাহারে কাটাতে হয়েছে। একবার বাধ্য হয়ে জামার আস্তিন পর্যন্ত বিক্রি করে তাঁকে রুটি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত বাগদাদের খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর প্রধান উজির 'উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি আত্ তাবারীকে তাঁর পুত্রের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। আত্ তাবারী কতদিন এ পেশায় বহাল ছিলেন তা নিশ্চিত করে জানা যায় না, তবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক যখন ক্ষমতাচ্যুত হন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। এই ঘটনার ১৫ বছর পরে আরো একবার তাঁকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কায়রো শহরে (৮৭৬-৮৭৭ খৃ.) দেখা যায়। তবে শীঘ্রই তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন এবং সেখানেই তিনি অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনা করে জীবনের বাকি সময় অতিবাহিত করেন।[১৫]

জ্ঞানপিপাসার অদম্য স্পৃহা নিয়ে আত্ তাবারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন। রাঈ থেকে শুরু করে তিনি সিরিয়া, খোরাসান, বাগদাদ, কুফা, বসরা, দামিশ্ক, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল কেবল জ্ঞানার্জনের জন্য পরিভ্রমণ করেন। সমকালীন পণ্ডিতদের কাছ থেকে শরী'আতের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইব্ন খুযাইমা বলেন :[১৬]

> 'এই পৃথিবীতে ইব্ন জারীর অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী লোক আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই'।

এ কারণে তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যার সঠিক হিসাব দেয়া বেশ কঠিন। তবে হাফিয শামসুদ্দিন আয্ যাহাবী ৪২ জন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছেন।

---

১৫. আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯৪, পৃ. ৪১

১৬. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আলাম আন-নুবালা, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৮ হি., ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৮

www.pathagar.com

তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন : মুহাম্মাদ ইব্ন হামিদ আর-রাযী, আবু কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা, আবু ইবরাহীম আল-মুযানী আল-মিসরী, হান্নাদ ইব্ন আবি জুরাইয, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী, ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ আল-জাওয়াহারী ও সাঈদ ইব্ন আমর আস-সুকূনী প্রমুখ।[১৭]

আল্লামা আত্ তাবারী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিনয়ী, নির্মোহ ও সরল জীবন চর্যায় বিশ্বাসী এই মানুষটি প্রায় অতিমানবিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁর সর্বব্যাপক জ্ঞানের আলোক চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পার্থিব প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আয় থেকে তিনি সাধারণভাবে জীবন-যাপন করতেন। রাজা-বাদশাহর দরবারে গমন ও অনুদান গ্রহণ করাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। সদা অল্পে তুষ্ট থাকতেন।[১৮] একবার আব্বাসীয় খলীফা *আল-মুকতাফী* বিশেষ কোন বিষয়ে আত্ তাবারীর সমর্থন পেতে চাইলেন। খলীফার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি ফিক্হ্ গ্রন্থ রচনা করে সম্মানী গ্রহণ করা এবং বিচারকের পদ অলংকৃত করার প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বলতেন :[১৯]

> 'আমি কখনো কোন পদের জন্য আসক্ত হয়ে পড়লে তোমরা আমাকে তা থেকে বারণ করবে'।

পুণ্যময় চরিত্রের অধিকারী আত্ তাবারী ছিলেন একাধারে ধার্মিক, আল্লাহভীরু, পরহেজগার ও আল্লাহপ্রেমে উজ্জীবিত।

আল্লামা আত্ তাবারীর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। তাঁর প্রতিপক্ষগণ তাঁকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাফেযী, মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের প্রবক্তা হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর প্রতি এরূপ ধারণা অমূলক

---

১৭. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'দাল'

১৮. R.A. Nicholson, A literary History of the Arabs, London : Cambridge University press, 1930, P. 325

১৯. তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, পৃ. 'রা'-'যা'

www.pathagar.com

ও বিভ্রান্তিকর। কেননা তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। এ ব্যাপারে আবদুল আযিয ইব্ন মুহাম্মাদ আত্ তাবারী বলেছেন :[২০]

> "মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর গুণাবলী ও তাঁর কালামের চিরন্তন হওয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। খিলাফাত ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক খলীফা হওয়াকেও সমর্থন করতেন"।

তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসৃত আকীদা, কবরের আযাব, আল্লাহর দর্শন, জান্নাত, জাহান্নাম, সীরাত, মিযান ও মোজার ওপর মাসেহ বৈধ হওয়াতেও বিশ্বাস করতেন। তাফসীর আত্ তাবারী এ সবের নীরব সাক্ষী। মূলত তাকে শিয়া রাফেযী ও মু'তাযিলী বলার কারণ হলো- তিনি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলকে (মৃ. ২৪১ হি.) দক্ষ ফকীহ মনে করতেন না। ফলে তিনি মাযহাব অনুসারীদের রোষাণলে পতিত হন।[২১]

এছাড়াও আত্ তাবারী নামে ঐ সময় আরো একজন ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেন। যিনি ছিলেন শি'আ মাযহাবের অনুসারী। অনেকেই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার কারণে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ইব্নু জারীর আত-তাবারীকে এসব কারণে শি'আ, মু'তাযিলা কিংবা রাফেযী বলা যায় না। তিনি এসব মাযহাবে বিশ্বাস তো দূরের কথা, এসব মাযহাবে বিশ্বাসী লোকদের কোন সংবাদ ও সাক্ষ্য পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না।[২২]

আল্লামা আত্ তাবারী মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর দশ বছরকাল শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসরণ করেন এবং সে অনুযায়ী তিনি ফাতওয়া প্রদান করতেন। পরবর্তীকালে তিনি এই মাযহাব পরিত্যাগ করে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে তাঁর পিতার নামানুসারে *'জারীরিয়া'* মাযহাব নামে

---

২০. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-২৫১

২১. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'শিন'; আত-তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩

২২. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২

www.pathagar.com

একটি স্বতন্ত্র মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। সামান্য কয়েকটি মাসআলা ব্যতীত শাফি'ঈ মাযহাবের সাথে এই মাযহাবের তেমন কোন বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য কালের পরিক্রমায় এই *জারীরিয়া* মাযহাবের বিলুপ্তি ঘটে।[২৩] এদিকে ইব্নু হাজার আল আসকালানী তাবারীকে *জারীরিয়া* মাযহাবের প্রবর্তক হিসেবে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, আত্ তাবারী প্রথম জীবনে শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী এবং শেষ জীবনে তিনি শি'আ মাযহাবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন।[২৪] তবে অধিকাংশ আলিম আল আসকালানীর এই অভিমতকে অস্বীকার করেছেন। কেননা তিনি শি'আদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। বস্তুত শরী'আতের বিভিন্ন শাখায় আত্ তাবারীর জ্ঞানের দিগন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় নিজেই ইজতিহাদ করতেন এবং তারই ভিত্তিতে ফাতওয়া প্রদান করতেন। তাঁর সম্পর্কে ইব্নু খাল্লিকান যথার্থই বলেছেন :[২৫]

> 'তিনি একজন মুজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন। তিনি বিশেষ কোন মাযহাবের অনুসরণ করেননি'।

সুদীর্ঘ ছিয়াশি বছর জীবিত থাকার পর ৩১০/৯২৪ খৃস্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসীয় খলীফা *আল-মুকতাদির বিল্লাহর* আমলে মুসলিম জাহানের এ অসাধারণ প্রতিভাশীল ইমাম স্বাভাবিক অবস্থায় বার্ধক্যজনিত কারণে শাওয়াল মাসে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সন ও মাস সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই, দ্বিমত আছে তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে।[২৬] তাঁর মৃত্যুর পর জানাযা নিয়ে হাম্বলী মাযহাবপন্থীরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ

---

২৩. ইব্ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭; তাহযিবুল আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা পৃ. 'শিন'

২৪. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১; ইব্ন নাদিম. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫

২৫. জালালুদ্দীন আস্ সুয়ূতী; তাবকাতুল মুফাসসিরিন, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩/১৯৮৩, পৃ. ৩০

২৬. ইব্ন খাল্লিকানের মতে, তাবারী ৩১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের শনিবার দিবাভাগের শেষাংশে মৃত্যুবরণ করেন এবং শাওয়ালের ২৬ তারিখ রবিবার বাগদাদে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হাসান ইব্ন আবু বসর আহমদ ইব্ন কামিল আল-কাযী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ৩১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের দুই দিন বাকি থাকতে শনিবার মাগরিবের সময় মৃত্যুবরণ করেন, আর রবিবার সকালে দাফন করা হয়। আল-সুবকীও এই মতের প্রবক্তা। তবে খতিব আল-বাগদাদীর মতে, ৩১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের চারদিন বাকি থাকতে তাঁর মৃত্যু হয়। (বি.দ্র: খতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'ত্বা')

www.pathagar.com

কারণে তাঁর ভক্তবৃন্দ সংগোপনে তাঁকে সমাহিত করেন। দাফনের পূর্বে তাঁর জানাযা হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারেও দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়।[২৭] তাঁর মৃত্যুতে অনেকে শোকাহত হয়ে শোকগাথা রচনা করেন।

রচনাবলী

আল্লামা আত্ তাবারী কঠোর পরিশ্রম, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় আর সত্যিকার জ্ঞানের অনুশীলনে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দু:খ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, আর্থিক দৈন্য তাঁর সৃজনশীল গবেষণার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং এসব কিছুকে তিনি উপেক্ষা করে জাগতিক জীবনের পরবর্তী প্রজন্মের হিদায়াত লাভ আর পারত্রিক জীবনে মহান প্রভুর সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনা তথা জ্ঞান সাধনায় আজীবন ব্যাপৃত থাকেন। এ কারণে জানা যায় তিনি তাঁর জীবনের শেষ ৪০ বছর প্রতিদিন ৪০ পৃষ্ঠা করে লিখতেন। আবু মুহাম্মাদ আল-ফারাগানী *'সিলাহ আল-তারিখ'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আত্ তাবারী বয়:প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে দৈনিক লিখতেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর রচনাবলী হিসাব করলে দেখা যায় যে, তিনি প্রতিদিন গড়ে ১৪ পৃষ্ঠা করে লিখেছেন।[২৮] বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা এরই প্রমাণ বহন করে। এসব গ্রন্থ তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

ইব্ন নাদীম ফিহরিস্ত গ্রন্থে আত্ তাবারীর রচিত ১৬টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আরো কিছু গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী উল্লেখ করা হলো–

১. জামি'উল বয়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন; ২. তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলূক; ৩. তাহযিবুল আসার; ৪. ইখতিলাফুল ফুকাহা; ৫. কিতাবুল কিরাত; ৬. কিতাবুল লিবাস; ৭. লতিফুল কাওল ফী আহকামি শরাইল

---

২৭. ড. আহমাদ আমীনের মতে, আত্ তাবারীর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেছেন, তাঁকে সমাহিত করার পর একমাস কবরে দিবারাত্রি জানাযা পড়া হয়েছিল। (বি. দ্রঃ সিয়ারু আলাম আন-নুবালা, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড,পৃ. ২৬৮)

২৮. খতিব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; p. k. Hitti, Op. Cit, 391: আর. এ. নিকলসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫; ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'শিন'

www.pathagar.com

ইসলাম; ৮. কিতাবুশ শুরব; ৯. কিতাবু উম্মাহাতিল আওলাদ; ১০. আল-আদাদ ওয়ান নাযিল; ১১. মুসনাদু ইব্ন আব্বাস; ১২. তারিখুর রিজাল মিনাস সাহাবা ওয়াত তাবি'ঈন; ১৩. মানাসিকুল হজ্ব; ১৪. মুখতাসারুল ফারাঈদ; ১৫. আল-জামে' ফিল কিরাত; ১৬. কিতাবুল ফাদাইল; ১৭. ইবারাতুল বাই'আ; ১৮. আল-বাছির; ১৯. সরীহুস সুন্নাহ; ২০. আদাবুল কুযাত; ২১. দালাইলুল ইমামা; ২২. ইখতিলাফু উলামাইল আমসাল; ২৩. আদাবুন নুফূস; ২৪. বাসিতুল কাওল; ২৫. আল-মু'জায ফিল উসূল; ২৬. ফাযাইলু আবী বকর (রা); ২৭. রিসালাতুল বাসীর ফী মাআলিমিদ্ দীন; ২৮. কিতাবুল বাসিত ফিল ফিক্হ; ২৯. কিতাবুত তাফসীর ফিল উসূল; ৩০. আল-মুসতারশাদ ফী ইমামাতি আবী ইব্ন আলী তালিব (রা); ৩১. যায়লুল মুযায়িল; ৩২. আর রাদ্দু আলা যিল আফসার; ৩৩. আমছেলাতুল আদুল ফিশ্ শুরূত ইত্যাদি।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষ করে তাফসীর গ্রন্থ *'জামি'উল বয়ান আন তাবিলি আয়িল'*, হাদীস গ্রন্থ *'তাহযিবুল আসার'* এবং ইতিহাস গ্রন্থ *'তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলূক'* মুসলিম জাতির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। নিম্নে তার বিখ্যাত ৩টি গ্রন্থের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

এক. জামি'উল বয়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন

আল্লামা আত্ তাবারীর কর্মময় জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি *'জামি'উল বয়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন'* গ্রন্থখানি। প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত আল-কুরআনের একটি সুবিন্যস্ত হাদীসভিত্তিক প্রামাণ্য তাফসীর। এ সুবিশাল তাফসীর গ্রন্থখানি প্রণয়নের জন্যই আত্ তাবারী সমগ্র বিশ্বজগতে উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন হতে পেরেছেন। জানা যায় যে, তিনি ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠায় ত্রিশ খণ্ডে এই অনবদ্য রচনাকে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আয়ুষ্কালের স্বল্পতা, পাঠকের নিরুৎসাহিতা আর সুধীজনের বিশেষ অনুরোধের কথা চিন্তা করে তিনি তা সংক্ষিপ্ত করে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সীমিত করেন।[২৯] এ গ্রন্থে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ভাষার গতিশীলতা, অনন্য উপস্থাপনা, অভিনব

---

২৯. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮; তাহযিবুল আসার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. 'শিন'-'সোয়াদ'; আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত, প্রাগুক্ত, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪২

www.pathagar.com

বিন্যাস কৌশল ও বর্ণনাশৈলীর অসাধারণত্বের দিক দিয়ে আত্ তাবারীর তাফসীরখানি তাফসীর অভিজ্ঞানের অগ্রদূত হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে আলিমগণ এই তাফসীরকে সনদভিত্তিক তাফসীরের পথিকৃৎ হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩০] প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের পণ্ডিতগণের মতে প্রাথমিক তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে আত্ তাবারীর গ্রন্থের কোন বিকল্প নেই। আল্লামা আস্ সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন :[৩১]

> 'আত্ তাবারীর তাফসীরখানি বিশুদ্ধতায় অনন্য এবং জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার ক্ষেত্রে অনুপম। তিনি কোন ঘটনার বিবরণে বিভিন্ন রিওয়ায়াত উপস্থাপন করেছেন এবং যাচাই-বাছাই করে একটিকে অপরটির উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন'।

আল্লামা নববীর (মৃ. ১৭৬ হি.) মতে :[৩২]

> 'আত্ তাবারীর তাফসীরখানি তাফসীর অভিজ্ঞানের এক অনন্য কীর্তি। এর অনুরূপ কোন তাফসীর গ্রন্থ আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি'।

আবু হামিদ আল-ইসফিরাইনীর মতে :[৩৩]

> 'আত্ তাবারীর তাফসীরের জ্ঞানার্জনে কেউ যদি চীন পর্যন্ত ভ্রমণ করে তবে তা মোটেই অতিরঞ্জিত হবে না'।

ইব্ন খুযাইমা বলেন :[৩৪]

> 'আমি আত্ তাবারীর তাফসীর আদ্যপান্ত পড়েছি। তবে ভূ-পৃষ্ঠে আত্ তাবারী অপেক্ষা ইলমে তাফসীরে অধিক পারদর্শী ব্যক্তি আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই'।

আয্ যাহাবী বলেন :[৩৫]

> "আত্ তাবারীর তাফসীর গ্রন্থের সমকক্ষ তাফসীর গ্রন্থ কেউ অদ্যাবধি রচনা করতে পারেনি"।

---

৩০. আবদুল্লাহ ইয়াকুত, প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৭০

৩৪. দিরাসাহ ফিত্ তাফসীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৩৫. ইবনুল খতীব, তারিখু বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩

www.pathagar.com

আল-জাবুরী বলেন :[৩৬]

> 'তাফসীর জগতে আত্ তাবারীর তাফসীর একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। তাফসীর বিল মা'সুরের ক্ষেত্রে সকল তাফসীরবেত্তার নির্ভরযোগ্য উৎস ও উপাদান হিসেবে স্বীকৃত'।

ইবনুল খতীব বলেন :[৩৭]

> 'আত্ তাবারীতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা একত্র করা হয়েছে। সমকালীন কেউ তা অতিক্রম করতে পারেনি'।

এ তাফসীরখানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আত্ তাবারীর এ তাফসীরখানি সুদীর্ঘ এক হাজার এগার বছর পর ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্রথমে মিসরের মায়মানা প্রিন্টিং প্রেসে এবং পরবর্তীকালে বুলাক প্রেসে মুদ্রণ করে ৩০ খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। ইব্ন নাদিমের মতে, প্রথমে এর ফারসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালে গ্রেট বৃটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে। প্রকাশনা উৎসবে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। শাকের ভ্রাতৃদ্বয় সম্প্রতি এতে (আত্ তাবারীর আরবী তাফসীরে) প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে মিসর থেকে প্রকাশ করেছেন।[৩৮] তাফসীরখানি পৃথিবীর বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যতালিকাভুক্ত রয়েছে। পৃথিবীর খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এর ওপর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ধারা অব্যাহত আছে।

আত্ তাবারীর তাফসীরের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বনন্দিত মুফাসসির আল্লামা আত্ তাবারী, যাঁর গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায়। জ্ঞান সাধনা আর প্রভুর আরাধনার ফলে তিনি সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্য আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে তিনি স্বর্ণালী সাফল্য স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতি আর পর্বতসম সম্মান তিনি কুড়িয়েছেন

---

৩৬. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭

৩৭. আল-বা'স আল-ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩৮. R.A. Nicholson, Op. Cit, P. 324; ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তাফসীর তাবারী, (বাংলা অনুবাদ) ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

www.pathagar.com

অপ্রত্যাশিতভাবে। আর এসব কিছুই ছিল তাঁর অমর কীর্তি *'জামি'উল বয়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন'*কে ঘিরে। বিস্ময়কর রচনাশৈলী ও অনবদ্য উপস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে বিন্যাস করেছেন তাঁর তাফসীর গ্রন্থকে। তাফসীরখানি অধ্যয়ন করলে এর প্রমাণ মেলে; পরিস্ফুটিত হয় অনন্য তাফসীর পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী। যে সব পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যে এ গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল তার কিছু নমুনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

আল্লামা আত্ তাবারী তাফসীর রচনায় বিশেষভাবে যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে, হাদীস উদ্ধৃত করতে গিয়ে সনদ বা বর্ণনা সূত্রের পরম্পরা রক্ষা করা। কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি যেসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার প্রতিটি হাদীসই সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন। সনদ বর্ণনায় তিনি সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করেননি। এ কারণে তাঁকে সনদভিত্তিক তাফসীর রচনার পথিকৃৎ বলা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাদ্দিসগণের হাদীস বর্ণনা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর কোন বক্তব্যই সনদ বর্জিত নয়, গোটা তাফসীর বর্ণনাকারীর পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত। আল্লামা আত্ তাবারী ব্যতীত আরো যাঁরা ইসনাদভিত্তিক তাফসীর রচনায় অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম স্মরণযোগ্য :

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযিদ আল-কাযবিনী, পরিচিত ইব্ন মাজাহ নামে (মৃ. ২৭৫/৮৮৮); আবু বকর ইব্ন আল-মুনযির মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আন-নিশাপুরী (মৃ. ৩১৮/৯৩০); আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রিস আত-তামিমী, পরিচিত ইব্ন আবি হাতিম নামে (মৃ. ৩২৭/৯৩৮); আবুশ শায়খ ইব্ন হিব্বান আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জাফর (মৃ. ৩৬৯/৯৭৯); আবু লাইস নাসর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আস-সামারকান্দী (মৃ. ৩৭৩/৯৮৩); আল-হাকিম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ (মৃ. ৪০৫/১০১৪); আবু বকর ইবনে মারদুবিয়া আহমদ ইব্ন মূসা আল-আসবাহানী (মৃ. ৪১০/১০৯৯); আবু ইসহাক আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম আস-সা'লাবী আন-নিশাপুরী (মৃ. ৪২৭/১০৩৬); আবু মুহাম্মাদ আল হুসাইন ইব্ন মাস'উদ, পরিচিত আল-ফাররা ও আল-বাগভী নামে (মৃ. ৫১০/১১১৬); আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক ইব্ন গালিব ইব্ন আতিয়া আল-আন্দালুসী আল-গারনাতী (মৃ.

www.pathagar.com

৫৪৬/১১৫১); আবুল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন আমর ইব্ন কাসীর আল-বসরী, পরিচিত ইব্ন কাসীর নামে (৭০০-৭৭৮/১৩০০-১৩৭৩)। তাঁর তাফসীরের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ই'জাযুল কুরআনের[৩৯] আলোচনা সন্নিবেশিত করা। যেসব আয়াতে কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, আল্লামা আত্ তাবারী সেসব চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় যৌক্তিক প্রমাণ আর অভিনব বর্ণনা পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। ই'জায সম্পর্কে আত্ তাবারীর অভিমত হচ্ছে :[৪০]

আল-কুরআনের চিরন্তন বাণী একটি অবিনশ্বর মু'জিযা, যা চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকবে। মানুষের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার দ্বারাও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কুরআনের রচনাশৈলী ও ভাষার লালিত্য এতই অসাধারণ যে, তা অন্যসব আসমানী কিতাবের গুণাবলীকে ম্লান করে দেয়। তদানীন্তন আরবের কত খ্যাতনামা কবি, আর যুগ যুগান্তরের কত সাহিত্যরথী ও বাগ্মীদেরকে এটি হতবাক করে দিয়েছে। কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের সকল সাধনা ও প্রচেষ্টা একান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কুরআনের যে সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের মুহূর্মুহু চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল,

---

৩৯. ইজায শব্দটি আজয ধাতু থেকে নিস্পন্ন। এর অর্থ কোন কিছু করতে অক্ষম বা অপারগ হওয়া। যেহেতু অনন্য আল-কুরআনের উপর নুবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সুউচ্চ প্রাসাদ সু-প্রতিষ্ঠিত এবং এর ভাবধারা ও রচনারীতিকে আয়ত্তাধীনে আনা পৃথিবীর মনুষ্য শক্তির বহির্ভূত, তাই এই অতুলনীয় পদ্ধতিকে বলা হয় *'ইজাযুল কুরআন'* বা কুরআনের অলৌকিকতা। ইজাযের এই পরিভাষার উদ্ভব কখন কিভাবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে একথা সত্য যে, এটা কোন মনুষ্য আবিষ্কৃত বিষয় নয়। হিজরী ১ম ও ২য় শতকেও ইজায শব্দের ব্যাপক ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। হিজরী ৩য় শতকের প্রথম ভাগে আলী বিন যায়ন আত-তাবারী *'আল-উসলুব আল-বালাগ'* নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তবে এ গ্রন্থের কোথাও তিনি ইজায শব্দটি ব্যবহার করেননি। সম্ভবত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.) সর্বপ্রথম নবী-রাসূলদের জন্য মু'জিযা শব্দের ব্যবহার করেন। ইব্ন ইয়াযিদ আল-ওয়াসেতী (মৃ. ৩০৬ হি.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ *'ইজাযুল কুরআন'* নামক গ্রন্থে ইজায শব্দের ব্যবহার করেন। এরপর থেকে এ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেহেতু পুন:পুন: চ্যালেঞ্জ ঘোষণা সত্ত্বেও কুরআনের অনুরূপ সাহিত্যরীতি সৃষ্টি করতে নিখিল বিশ্বের জ্বিন ও ইনসান অপারগ হয়েছে এবং আরবী ভাষায় একেই বলা হয়েছে- 'فهم يعجزون عنه' তাই আল্লামা আত্ তাবারী উক্ত ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন 'ইজায' শব্দকে। আল-কুরআনের এই বাকপদ্ধতি ও রচনাশৈলীই শুধু অননুকরণীয় এ নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠলো, তখন তার সমালোচনা শাস্ত্রের সীমাবদ্ধগণ্ডী অতিক্রম করে গেলো। বস্তুত এই বাকপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সাহিত্য বিচারকগণ যে বিশাল সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তারই নাম হচ্ছে *'ইজাযুল কুরআন'* বা কুরআনের আলংকারিক অসাধারণত্বের বিচার। (বি. দ্র. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ৩য় সংস্করণ ১৯৯১, পৃ. ১-৫০)

৪০. জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫

www.pathagar.com

আল্লামা আত্ তাবারী সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।[৪১]
কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করার পদ্ধতি তাঁর তাফসীরে লক্ষ্য করা যায়। তাফসীরের ক্ষেত্রে এটি একটি বলিষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীরের নমুনা হচ্ছে-
আল্লাহর বাণী :[৪২]

"فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الي حين.

'কিন্তু শয়তান তাদের উভয়কে জান্নাত থেকে পদস্খলিত করল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বের করে দিল। আর আমি বললাম : তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু, তোমাদের জন্য রইল পৃথিবীতে কিছুকালের অবস্থান ও জীবিকা'।
আল্লামা আত্ তাবারী উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে অনেক সম্পূরক আয়াত ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেন : হযরত ইব্ন আব্বাস (র), ইব্ন মাসউদ (র) এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ হযরত আদম (আ) কে বললেন :[৪৩]

وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

'আর আমি বললাম : হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানে যা, যেভাবে, যেখান থেকে চাও, তৃপ্তিসহকারে খাও, কিন্তু এ গাছের কাছেও যেও না। গেলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েব।'
এমন সময় ইবলিস আদম ও হাওয়া (আ)-এর কাছে গমনের আশা ব্যক্ত করলে প্রহরী তাকে বাধা প্রদান করে। অত:পর সে সাপের রূপ ধারণ করে জান্নাতে প্রবেশ করে আদম ও হাওয়া (আ) কে বলল :[৪৪]

---

৪১. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তাফসীর তাবারী, ১ম খণ্ড, সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.

৪২. আল-কুরআন, ২ : ৩৬

৪৩. আল-কুরআন, ২ : ৩৫

৪৪. আল-কুরআন, ২০ : ১২০

www.pathagar.com

يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.

'হে আদম! আমি কি তোমাকে অমরত্বের বৃক্ষের এবং অবিনশ্বর রাজ্যের সন্ধান দেব?'।

আত্ তাবারীর তাফসীরখানি অধ্যয়ন করলে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তিনি প্রায় অধিকাংশ আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে এভাবে অনেক আয়াত উপস্থাপন করেছেন।

আত্ তাবারীর তাফসীরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রতিটি আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে মহানবী (সা), সাহাবী ও তাবি'ঈদের বর্ণিত হাদীস সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের অসংখ্য প্রামাণ্য উদ্ধৃতিতে তাঁর তাফসীরটি পরিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসকেই প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। আল্লামা আত্ তাবারী-ই প্রথম মুফাসসির, যিনি তাফসীর সম্পর্কীয় প্রচুর হাদীস সংগ্রহ করে তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন। আর পরবর্তীকালে মুফাসসিরগণ এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেই তাফসীর রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতের তাফসীরের একটি নমুনা পেশ করা হলো। আল্লাহর বাণী :[৪৫]

فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.

'তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ। তারপর আল্লাহ তাদের রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন'।

আল্লামা আত্ তাবারী এই আয়াতের 'مرض' শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে একখানি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আত্ তাবারী বলেন : আয়াতে 'مرض' শব্দের দ্বারা যে রোগের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত বিশ্বাসগত রোগ। আর তা হলো মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তিনি যা কিছু মহান আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে তাদের সন্দেহ এবং তা গ্রহণ করতে তাদের সিদ্ধান্তহীনতা। যার ফলে তারা তাঁর প্রতি ঈমানও আনে না, আর তাঁকে অস্বীকারও করে না। আল্লামা আত্ তাবারী এর তাফসীর সঠিক প্রমাণের জন্য হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেছেন

---

৪৫. আল-কুরআন, ২ : ১০

www.pathagar.com

'مرض'হলো সন্দেহ-সংশয়। তবে ইব্ন আব্বাসের (রা) সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে 'مرض' দ্বারা মুনাফেকী বা কপটতা রোগকে বুঝানো হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্যানুসারে 'مرض' দ্বারা আত্মিক রোগকে বুঝানো হয়েছে, দৈহিক রোগ বুঝানো হয়নি।[৪৬]

তাঁর তাফসীর গ্রন্থে তিনি ফিক্হী বিভিন্ন মাযহাবের বিভিন্ন অভিমতও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। আহকাম বিষয়ক আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি ফিক্হী মাসআলা সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে বক্তব্যটি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটিকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরূপ তাফসীরের একটি নমুনা পেশ করা হলো। আল্লাহর বাণী :[৪৭]

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.

'তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর, গাধা তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা তোমরা জান না'।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আত্ তাবারী ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খাওয়া জায়েয কিনা এ ব্যাপারে ফিক্হবিদদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফিক্হবিদদের মধ্যে যাঁরা এসব প্রাণীর গোশত হালাল হওয়ার কথা বলেছেন, আত্ তাবারী তাদের সাথে একমত হয়ে বলেন, আয়াতটি দ্বারা উল্লেখিত প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম হওয়া বুঝায় না। আয়াতে উল্লেখিত لتركبوها শব্দ দ্বারা যদি এ কথা বুঝায় যে, উক্ত প্রাণী তিনটি কেবল আরোহণের জন্য, ভক্ষণের জন্য নয়, তবে আল্লাহর বাণী :[৪৮] فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون দ্বারা শুধু ভক্ষণ, উপকার নেয়া ও উত্তাপ অর্জন করা বুঝাবে, আরোহণ করা বুঝাবে না। অথচ আলিমগণ এ আয়াতের দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা ও এদের উপর আরোহণ করা উভয়ই বৈধ মনে করেন। কাজেই لتركبوها দ্বারা উক্ত প্রাণী তিনটির উপর আরোহণ করা যেমন বৈধ তদ্রুপ এর গোশত ভক্ষণ করাও বৈধ বলে

---

৪৬. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২

৪৭. আল-কুরআন, ১৬ : ৮

৪৮. আল-কুরআন, ১৬ : ৫

www.pathagar.com

প্রতীয়মান হয়। অবশ্য পরবর্তীতে গৃহপালিত গাধা ও খচ্চরের গোশত ভক্ষণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে তা হারাম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হাদীসে ঘোড়ার গোশত ভক্ষণের প্রতি কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা না থাকায় তা ভক্ষণ করার বিধান বহাল থেকে যায়। অতএব, উপরোক্ত আয়াতের আলোকে ঘোড়ার গোশত খাওয়া হারাম দাবি করা অযৌক্তিক।[৪৯]

আত্ তাবারীর তাফসীরের আর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো মু'তাযিলা, কাদারিয়া ও জাহমিয়া তথা বাতিল ফিরকার মতামত উল্লেখ করত তা খণ্ডনের মাধ্যমে তাদের কঠোর সমালোচনা করা। তিনি এ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পন্থীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[৫০]

غير المغضوب عليهم و لا الضالين.

'তাদের পথ নয় যাদের ওপর তোমার গযব পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে'।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে কাদারিয়া সম্প্রদায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, আত্ তাবারী তার বিরোধিতা করেছেন। কেননা তাঁর মতে, কাদারিয়া সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর বিবেকবর্জিত লোক মনে করে যে, আয়াতে الضالون দ্বারা আল্লাহ খৃস্টানদের পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ আয়াতে যেভাবে তিনি ইহুদীদেরকে المغضوب বলেছেন, তদ্রুপ খৃস্টানদেরকে مضلون বলে আখ্যায়িত না করে তাদেরকে الضالون বলেছেন। আত্ তাবারী বলেন, এ বক্তব্য কাদারিয়া সম্প্রদায়ের মূর্খতারই পরিচয় বহন করে। তাদের মতে বান্দা নিজ ইচ্ছাধীন, মুক্ত ও স্বাধীন। সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই নিজের কাজ সম্পাদন করে। প্রকৃতপক্ষে আরবী ভাষা-সাহিত্য ও বাগধারা সম্পর্কে কোন বিশেষ জ্ঞান না থাকার কারণে তারা এরূপ উক্তি করেছে। আর আত্ তাবারী তাদের এসব বক্তব্য হাদীসের দলিল-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন।[৫১]

---

৪৯. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩

৫০. আল-কুরআন, ১ : ৭

৫১. জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪

www.pathagar.com

আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের ব্যাকরণগত দিক তুলে ধরাও আত্ তাবারীর তাফসীরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে তিনি কুফা ও বসরার ব্যাকরণবিদদের উক্তি উল্লেখপূর্বক কুফার বৈয়াকরণিকদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তিনি অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা, অতিরিক্ত আলোচনা পরিহার করেছেন এবং যে সমস্ত মুফাসসির তাফসীরের ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা তথা ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাদের বক্তব্য তিনি তাঁর তাফসীরে গ্রহণ করেননি। কেননা তিনি মনে করতেন যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :[৫২]

من قال في القرأن برائيه فليتبوا مقعده من النار.

'যে ব্যক্তি আল কুরআন সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করল তার ঠিকানা জাহান্নামে'।

তাঁর তাফসীরে ইসরাঈলী[৫৩] বর্ণনার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি কা'ব আল-আহবার, আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ প্রমুখের কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আল-কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি এসব মনীষী থেকে ইসরাঈলী বর্ণনার

---

৫২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল, আল-জামিউস সহীহ আল-বুখারী, দিল্লী : আসাহুল মাতাবি, তাবি, পৃ. ৬০

৫৩. ইসরাঈলী বর্ণনা : যে সকল তথ্য, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ইয়াহুদী বা খৃষ্টান সম্প্রদায় থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাকে ইসরাঈলী বর্ণনা বলে। হিজরী প্রথম শতকের শেষলগ্নে মুসলিম গবেষকগণ কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার কাহিনী সম্পর্কে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী ইয়াহুদীদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতেন। প্রাচীন সভ্যতার ঘটনাবলী সম্পর্কে আরবদের যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে তাঁরা আহলে কিতাবের লোকদের প্রদত্ত তথ্য ও বর্ণনাসূত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ মনে করতেন। ইসলাম গ্রহণকারী একজন ইয়াহুদী পণ্ডিত কা'বুল আহবার এ ধরনের বর্ণনার অগ্রপথিক। পরবর্তীকালে এসব বর্ণনার অধিকাংশ ভুল প্রমাণিত হওয়ায় আরবরা তাদের ভুল বুঝতে পারে। অধুনা অনেক তাফসীর গ্রন্থে এ ধরনের ইসরাঈলী বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। তাফসীর সাহিত্যে ইসরাঈলী বর্ণনার অনুপ্রবেশের একটি বিশেষ কারণ ছিল। আর তা হচ্ছে রাসূল (সা)-এর একখানি হাদীস। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন : 'একটি আয়াত হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। বনী ইসরাঈল হতে বর্ণনা গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। ইচ্ছাপূর্বক আমার পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা প্রচারকারী জাহান্নামী।' (মিশকাতুল মাসাবীহ, ইলম অধ্যায়) *(বিদ্রঃ ড. হুসাইন আয-যাহাবী, আল-ইসরাঈলিয়াত ফিত তাফসীর ওয়াল হাদীস, কায়রো : মাকতাবা ওয়াহ্বা, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯০ খৃ./১৪১১ হি., পৃ. ১৩-৩৪)*

www.pathagar.com

শরণাপন্ন হয়েছেন। অবশ্য তাঁর তাফসীরে ইসরাঈলী বর্ণনা সংযোজন করায় তাফসীরের মান কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে। আল্লাহর বাণী :[৫৪]

قال رب اني لااملك الا نفسي واخي.

'সে বলল, হে আমার রব! আমার ও আমার ভাই ছাড়া কারও ওপর আমার আধিপত্য নেই'।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মুফাসসির সুদ্দী (র) থেকে একটি ইসরাঈলী বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, হযরত মুসা (আ) উয ইব্ন উনুক এর মুখোমুখি হলে তিনি আসমানে দশ গজ লাফ দিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত মুসা (আ) এবং তাঁর লাঠি উচ্চতাও ছিল দশ গজ। পরিশেষে তিনি উযের পায়ের গোড়ালিতে আঘাত করে হত্যা করলেন। আল্লামা ইব্ন কাসীর উক্ত বর্ণনার সমালোচনা করে বলেন, এরূপ একটি বর্ণনা আওফ আল-বাক্কালী থেকেও বর্ণিত আছে। আর আত্ তাবারী এই বর্ণনাটি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে গ্রহণ করেছেন। এইরূপ বর্ণনা ইব্ন আব্বাস (রা) করেছেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাই বলা যায়, এটি ইসরাঈলী বর্ণনা, যা বনু ইসরাঈলের অজ্ঞ লোকদের মাঝে প্রচলিত ছিল। ইসরাঈলী বর্ণনায় উয ইব্ন উনুকের আকার-আকৃতি শক্তি-সাহসকে এত বেশি অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা বিবেকবান লোকের পক্ষে উদ্ধৃত করা সমীচীন নয়। আল্লামা ইব্ন কাসীর আরো বলেন, উয ইব্ন উনুক সম্পর্কিত যে সকল কাহিনী ইসরাঈলী বর্ণনায় স্থান পেয়েছে ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব ভিত্তিহীন কাল্পনিক কাহিনী মাত্র।[৫৫]

কুরআনের বিভিন্ন শব্দের পঠন-পদ্ধতির বিশ্লেষণও তাঁর তাফসীরে দেখা যায়। কেননা আত্ তাবারী ছিলেন ইলমুল কিরাতের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি।[৫৬] এ বিষয়ে তিনি *'কিতাবুল কিরাত'* নামে ১৮ খণ্ডে সমাপ্ত

---

৫৪. আল-কুরআন, ৫ : ২৫

৫৫. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, আল-ইসরাঈলিয়াত ফিত তাফসীর ওয়াল হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-৩৪

৫৬. আত্ তাবারী সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন মানুষ তাঁর তিলাওয়াত শুনে বিমোহিত হতো। আবু আলী আল-কুম্মারী বলেন :'আমি পবিত্র রমযান মাসে একটি প্রদীপসহ আবু বকর ইব্ন মুজাহিদের সাথে ছিলাম। তিনি নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ না করে আত্ তাবারীর ক্বিরাত শোনার জন্য আত্ তাবারীর মসজিদের দরজায় উপনীত হন। আমি তাকে বললাম, লোকজন আপনার জন্য মসজিদে অপেক্ষা করছে আর আপনি এখানে দাঁড়িয়ে অন্যের ক্বিরাত শুনছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা ইব্ন জারীর

www.pathagar.com

একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি কুরআনের ভাষার উচ্চারণ ও পঠনরীতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটি অবলুপ্ত হওয়ার কারণে আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। তিনি 'তাফসীর' ও 'কিরআত' কে দুটি আলাদা বিষয়রূপে গণ্য করেছেন। তিনি কিরাত বর্ণনার পাশাপাশি আল কুরআনের অক্ষরের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ক্বারীদের অভিমতও উল্লেখ করেছেন।[৫৭]

তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় আরবী কবিতা ব্যবহার করেছেন। কোন্ শব্দ কোন্ সময় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও তিনি আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[৫৮]

يايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

'হে মানুষ! তোমরা ঐ রবের দাসত্ব করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার'।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আত্ তাবারী নিম্নের আরবী কবিতা দ্বারা ব্যাখ্যা করেন :

وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا . تكف ثقلتم لنا كل مؤثق

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم . وكلمح سراب فى الفلا متألق.

"আর তোমরা আমাদের উদ্দেশে বলেছো, তোমরা যুদ্ধ হতে বিরত হও, যেন আমরা বিরত থাকি। আর তোমরা আমাদের প্রতি পূর্ণরূপে আস্থা রেখেছো, অত:পর আমরা যখন বিরত হয়েছি তখন তোমাদের অঙ্গিকারসমূহ শূন্য মাঠে চমকানো মরীচিকা দেখার ন্যায় হয়েছিল।"

আয়াতে বর্ণিত 'لعل' শব্দটি এবং কবিতায় উল্লেখিত 'لعل' শব্দটি একই অর্থে (দৃঢ়তার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৯]

তিনি তাঁর তাফসীরের সমর্থনে যেসব কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন,

---

অপেক্ষা সুন্দর ক্বিরাত পাঠকারী আর কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন কিনা আমার জানা নেই।' (বি.দ্র : আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত, মু'জামুল উদাবা, ১৮শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬০)

৫৭. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬

৫৮. আল-কুরআন, ২ : ২১

৫৯. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১

www.pathagar.com

তা পরবর্তীতে ইসলামী গবেষকদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এসব কবিতার উদ্ধৃতি আত্ তাবারীর তাফসীরের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। কুরআন ব্যাখ্যায় আরবী কবিতার প্রয়োজনীয়তা যে কতটুকু এ তাফসীরখানিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য পদ্ধতির পাশাপাশি শাব্দিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিও তাঁর তাফসীরের লক্ষণীয় বিষয়। তিনি কঠিন ও জটিল শব্দের বিশ্লেষণ করে পাঠকের সামনে বোধগম্য ও সহজবোধ্য করে তুলেছেন। শব্দের উৎপত্তিগত বিশ্লেষণ এবং গঠন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তিনি তাঁর তাফসীরে উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী :[৬০]

يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا.

'যেদিন দয়াময়ের কাছে মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করব'।

এ আয়াতে উল্লেখিত وفد শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, وفد শব্দের দ্বারা দল বা কোন কাফিলা কে বুঝায়। এ শব্দটির বহুবচন হিসেবে الوفود শব্দ ব্যবহার হয়। আবার কখনো الوفود শব্দটি وافد শব্দের বহুবচনরূপে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৬১]

মূলত আল্লামা আত্ তাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ রচনায় দু'টি পদ্ধতিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমত: তিনি আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে সনদসহ প্রামাণ্য হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আর দ্বিতীয়ত : তিনি কিরাত বা পঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে কুফা ও বসরার আরবী ব্যাকরণবিদদের মতামত উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ দু'টি পদ্ধতি তাঁর তাফসীরখানিকে অন্যান্য তাফসীরকারদের তাফসীর থেকে ব্যতিক্রমধর্মী করে তুলেছে।

আত্ তাবারীর তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি

আল-কুরআনের ভাষ্যগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা মতন অপেক্ষা ইসনাদ-এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে তাফসীর রচনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আত্ তাবারীর নাম সকলের শীর্ষে। তিনি সনদভিত্তিক পৃথিবীর

---

৬০. আল-কুরআন, ১৯ : ৮৫

৬১. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১৬ শ খণ্ড, পৃ. ১২৬

www.pathagar.com

সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ *'জামি'উল বয়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন'* রচনা করে পথিকৃতের মর্যাদা কুড়িয়ে নিয়েছেন। হাদীসভিত্তিক তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুড়ি নেই। মধ্যযুগীয় প্রচলিত আরবী ভাষায় এ তাফসীরখানি বিরচিত হলেও আধুনিক যুগেও এটি সমানভাবে সবার কাছে সমাদৃত। তাঁর তাফসীরের আবেদন সর্বকালীন। আল-কুরআনের বিভিন্ন যুগের ব্যাখ্যাকারগণ তো এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেনই, এ ছাড়া অন্যান্য মনীষীও এর মূল্যায়ন করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এতে এর বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতার ইঙ্গিত বহন করে। এখানে বিশ্বখ্যাত কয়েকজন প্রাজ্ঞ আলিমের উক্তি উপস্থাপন করা হলো:

আবু উমার (মৃ. ৩৬০ হি.) বলেন :[৬২]

> 'আমি আত্ তাবারীর তাফসীরখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছি। কোথাও ভাষাগত বা আরবী ব্যাকরণগত কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি'।

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেন :[৬৩]

> 'আত্ তাবারীর তাফসীর গ্রন্থটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই তাফসীরটি তাঁর অনন্য কীর্তি। এর সমতুল্য তাফসীর আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেনি।'

ইব্ন তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন :[৬৪]

> 'আত্ তাবারীর তাফসীর গ্রন্থখানি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, সত্যিই এটি একটি অতুলনীয় তাফসীর গ্রন্থ।'

আল্লামা জালালুদ্দীন আস্ সুয়ূতী (মৃ. ৯১১হি.) বলেন :[৬৫]

> 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবী ও তাবি'ঈদের থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে কেবল তাফসীর আত্ তাবারী গ্রন্থটিই রচিত হয়েছে, এর পূর্বে এমন তাফসীর আর একটিও রচিত হয়নি।'

---

৬২. আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত, প্রাগুক্ত, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৬২

৬৩. তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত্ ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮

৬৪. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

৬৫. আদনাছাবী, তাবকাতুল মুফাস্সিরিন, মদিনা : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ৫১

www.pathagar.com

আবদুল আযিম যারকানী বলেন :[৬৬]

> "আত্ তাবারীর তাফসীর এ যাবত রচিত তাফসীরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কোন তাফসীরের সাথেই এর তুলনা হয় না। আয়াতের ব্যাখ্যার সনদসহ হাদীস উপস্থাপন, শাব্দিক বিশ্লেষণে আরবী কবিতা ও ব্যাকরণের ব্যবহার নিঃসন্দেহে তাঁর তাফসীরখানি অন্যান্য তাফসীরের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল"।

তাফসীর অভিজ্ঞানে সুবিজ্ঞ এসব মনীষীর মূল্যায়ন দ্বারা আত্ তাবারীর তাফসীরের শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যেন আত্ তাবারীর জীবনের সার্থক সৃষ্টি, অমর কীর্তি।

দুই. তাহযিবুল আসার

আল্লামা আত্ তাবারী তাফসীরের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। তবে তাফসীরের পাশাপাশি হাদীস অভিজ্ঞানেও তাঁর পাণ্ডিত্যের কমতি ছিল না। সমকালীন যুগে তাঁর মত হাদীসবেত্তা খুব কমই ছিল। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল *'তাহযিবুল আসার'* নামক হাদীস বিষয়ক গ্রন্থখানি এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি তাঁর তাফসীর ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ দুইটি যেভাবে পরিকল্পিতভাবে রচনা সমাপ্ত করে গেছেন সেভাবে *'তাহযিবুল আসার'* গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থটির রচনা কর্ম পরিসমাপ্ত করার পূর্বেই মৃত্যু তাঁর জীবন কেড়ে নেয়। বিষয়বস্তুর বিন্যাস পদ্ধতি ও অনন্য প্রকাশভঙ্গির কারণে গ্রন্থটি হাদীস অভিজ্ঞানের একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ হিসেবে সমকালীন যুগে পরিচিত ছিল। এ প্রসঙ্গে খতিব আল-বাগদাদী বলেন :[৬৭]

> 'তাহযিব গ্রন্থখানি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। এরূপ অনন্য গ্রন্থ আর একটিও দেখিনি'।

আত্ তাবারীর এই গ্রন্থে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের ন্যায় অধ্যায় বিন্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। তিনি এটি তাঁর নিজস্ব স্টাইলেই সংকলন করেছেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। গ্রন্থটির আদ্যপান্ত পাঠ করলে এর

---

৬৬. যারকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৬৭. খতিব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩

www.pathagar.com

প্রমাণ পাওয়া যায় খুব সহজেই। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবী ও তাবি'ঈর হাদীস উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। হাদীস সংকলনের সাথে সাথে হাদীসের বিশ্লেষণ করেছেন। এ গ্রন্থের আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. আত-তিজারাহ; ২. ওয়াসিয়াতুর রাসূল বিস-সালাত; ৩. আল-গোসলু মিনাল জানাবাত; ৪. আল-হিদায়াতু মিনাল মুশরিক; ৫. আল-মানাকিব ও ৬. আন-নাহী আনিস সাওম আইয়াম মিন্নী ইত্যাদি। আল্লামা আত্ তাবারী আলোচিত বিষয়ে ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ও প্রাজ্ঞ আলিমদের অভিমত ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। হাফিয ইবনে কাসীর (মৃ. ৭০০ হি.)বলেন [৬৮]

> 'আত্ তাবারীর মূল্যবান গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাহযিবুল আসার একটি অন্যতম গ্রন্থ। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থটির রচনা কর্ম সমাপ্ত হলে হাদীস অভিজ্ঞানের একটি অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হতো'।

ইয়াকুত বলেন :[৬৯]

> 'আত্ তাবারীর তাহযিব গ্রন্থটির অসমাপ্ত কাজ পরবর্তী কোন বিদ্বানজনের পক্ষে সমাপ্ত করা অসম্ভব ছিল'।

তাহযিবুল আসার গ্রন্থখানির গুরুত্ব বিবেচনায় ১৪০২ হিজরী সালে সউদী সরকারের তত্ত্বাবধানে অসমাপ্ত হাদীসখানির ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। নাসির ইবনে সা'দ আল রশিদের সম্পাদনায় মক্কাস্থ মাতাবী আল-সাফা নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এটি প্রকাশ করে।[৭০]

তিন. তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলূক

আত্ তাবারীর জামিউল বয়ান তাফসীর গ্রন্থের ন্যায় আরো একটি বিস্ময়কর কীর্তি *'তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলূক'* গ্রন্থটি। তাঁর মতে, ইতিহাস অভিজ্ঞান ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বলা যায়, এই বোধ ও চিন্তা-চেতনা থেকেই এ গ্রন্থ রচনায় তিনি মনোনিবেশ করে বিশ্বখ্যাত ইতিহাসমূলক

---

৬৮. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তাহযিবুল আসার, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. সোয়াদ, দোয়াদ

৬৯. প্রাগুক্ত,

৭০. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫; ইব্ন নাদিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

www.pathagar.com

অনন্য গ্রন্থটি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস চর্চার যে ধারা অব্যাহত ছিল তিনি তার পূর্ণতা দান করে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। বিশ্বসৃষ্টি থেকে শুরু করে মানবগোষ্ঠীর ঘটনাপ্রবাহ, চিন্তা-চেতনা, জীবনবোধ ও সমাজের সকল শ্রেণীর অভিব্যক্তির বিবরণ এ গ্রন্থে উপস্থাপন করে আত্ তাবারী পথিকৃৎ-এর সম্মান কুড়িয়ে নিয়েছেন। পরবর্তী ইতিহাসবেত্তাগণ আত্ তাবারীর ইতিহাসকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করে বিশ্ব ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন।[৭১] আরব ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে আত্ তাবারী ছিলেন এমন একজন পরিশ্রমী জ্ঞানতাপস যিনি উপাদানের বিচার বিশ্লেষণপূর্বক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বাবস্থার সাথে পরবর্তী অবস্থার নিরীক্ষায় জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সৃষ্টি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যার কথা বলেছেন, তার সমাধানের উৎস হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইতিহাস ও জনগোষ্ঠীর কার্যক্রমকে তিনি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া মানবগোষ্ঠীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত পরিসরে রূপায়িত হয়ে থাকে এই ইতিহাস দর্শনও তাঁর গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর চিরন্তন হওয়ার কথা আলোকপাত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর (র) মতে :[৭২]

> "তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলূক গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাস সম্পর্কে দু'টি মূল চিন্তাধারা তাতে বিশ্লেষিত হয়েছে। আদম (আ) থেকে রাসূল (সা)-এর সৃষ্টি পর্যন্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর নির্দেশনা মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন"।

আল্লামা আত্ তাবারী মুসলিম মিল্লাতের গৌরবগাথা ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ইসলামী ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তিনি তার খতিয়ান পেশ করেছেন। তাঁর ইতিহাস রচনায় সমালোচনা

---

৭১. মফিজুল্লাহ কবীর, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ২১৬

৭২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, (উর্দু অনুবাদ : আবদুর রহীম) লাহোর : কুতুবখানা, ১৯৬২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২

www.pathagar.com

স্থান পায়নি। তাঁর উত্তরসূরি ইতিহাসবেত্তাদের মাঝে সমালোচনামূলক ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে আল-মাসউদী পথিকৃৎ-এর মর্যাদা কুড়িয়েছেন। আত্ তাবারীর মতে, সনদের বলিষ্ঠতার উপর ঘটনার সত্যাসত্য নির্ভরশীল। এ কারণে তিনি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য রিওয়ায়াত দিরায়াত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন এবং মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাঁর গ্রন্থে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁর উত্তরসূরি ঐতিহাসিকগণ আত্ তাবারীতে বর্ণিত ঘটনাবলী গ্রহণের প্রাক্কালে সনদ বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

আত্ তাবারী ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে হাদীসবেত্তা ও ফিক্হবিদের নীতিমালা অনুসরণ করতেন। এ জন্য তাঁর ইতিহাসে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি ইতিহাস রচনায় সন-তারিখ ভিত্তিক পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সন-তারিখের ক্রমানুসারে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী বিন্যাস করেছেন।[৭৩]

আল্লামা আত্ তাবারী *'তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলূক'* গ্রন্থে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ বিষয়গুলো হচ্ছে–

হযরত আদম (আ), আদম (আ)-এর জান্নাতে বসবাস, পৃথিবীতে মানব সমাজ প্রসঙ্গ, নূহ (আ)-এর প্লাবন, ইবরাহীম (আ)-এর আগমন, মুসা (আ) ও ফিরাউন, দাউদ (আ) ও সমকালীন প্রসঙ্গ, ঈসা (আ) এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি, বখতে নাসর ও বাইতুল মুকাদ্দাস, আসহাবে কাহফ, কিসরা নাওশারওয়ান, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশক্রম, মহানবী ও খাদিজা (রা)-এর পরিণয়, ওয়াহী প্রসঙ্গ, বদরের যুদ্ধের পটভূমি, মক্কা বিজয়ের ঘটনা, মুরতাদের বিরুদ্ধে আবু বাকর (রা)-এর ভূমিকা, দিওয়ান প্রতিষ্ঠায় হযরত উমার ফারূক (রা)-এর অবদান, মু'আবিয়া (রা) সকাশে আলী (রা)-এর প্রতিনিধি, উমাইয়া খিলাফাতের পরিসমাপ্তি, আল-মানসুর ও আবু মুসলিমের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।[৭৪]

এসব বিষয়ের উপর তিনি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

---

৭৩. ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মূলূক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১১৪

৭৪. প্রাগুক্ত, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত।

www.pathagar.com

এ ছাড়াও আত্ তাবারীর আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। যেমন *যায়লুল মুযায়িল* এ গ্রন্থে তিনি সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবে তাবি'ঈ এবং তৎপরবর্তী হাদীস বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। *লতিফুল কাওল ফী আহকামি শরা'ঈল ইসলাম* গ্রন্থে আত্ তাবারী তাঁর মাযহাব ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন। *ইখতিলাফু উলামাইল আমসাল ফী আহকামি শরা'ঈল ইসলাম* গ্রন্থটি ফিক্হভিত্তিক। এ গ্রন্থে তিনি ফিক্হবিদের ফিক্হ সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। *আল-খফীফ ফী আহকামি শরা'ঈল ইসলাম* গ্রন্থে তিনি নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেননি। মূলত এ গ্রন্থটি *লতিফুল কাওল ফী আহকামি শরা'ঈল ইসলাম* গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। জানা যায়, উপরিউক্ত ৪টি গ্রন্থের বিষয়বস্তু জানা গেলেও এসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছায়নি আজও।

উপসংহার

আল্লামা আত্ তাবারী শুধু তাফসীর অভিজ্ঞান চর্চায়ই জ্ঞানসাধনাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, অন্যান্য বিষয়েও তিনি সমানভাবে অবদান রেখেছেন, সম্মান কুড়িয়েছেন। ইতিহাসবেত্তা হিসেবে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি এরই প্রমাণ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনা দ্বারা মৌলিক চিন্তার পরিমণ্ডলকে তিনি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আত্ তাবারীর ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত এবং জ্ঞানকোষ তথ্য সমৃদ্ধ সংযোজন হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। তাঁর জ্ঞান-গবেষণা, নিরলস প্রচেষ্টা তাকে শুধু মুসলিম ইতিহাস চর্চার জনক হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়নি বরং একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাঁকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে। আল্লামা আত্ তাবারী সময়ের পরীক্ষায়, ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাফসীর অভিজ্ঞানকে মর্যাদার স্বর্ণালী আসনে তিনিই সমাসীন করেছিলেন। রচনার শৈলীতে মৌলিকত্ব, বিন্যাস পদ্ধতিতে অভিনবত্ব, গবেষণায় অসাধারণত্ব তাঁকে এনে দিয়েছে অমরত্ব। মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আত্ তাবারী হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। ■

www.pathagar.com

হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ঃ
জীবন ও তাফসীর-কর্ম

www.pathagar.com

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ প্রণীত "হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ঃ জীবন ও তাফসীর কর্ম" শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রথমে বাইশ জন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট প্রেরিত হয়। অতপর এটি ২৬শে জুন ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে উপস্থাপিত হয়। গবেষণাপত্রটির মানোন্নয়নে মূল্যবান পরামর্শ রেখে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুইনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আবদুস্ সামাদ, অধ্যাপক এ.এন.এম রাফিকুর রাহমান, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ড. আ.জ.ম. কুত্বুল ইসলাম নু'মানী, ড. নজরুল ইসলাম খান, মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন ও জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম।

www.pathagar.com

হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ঃ জীবন ও তাফসীর-কর্ম

আল-কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়াত ও কল্যাণের একমাত্র জীবনবিধান। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায়, যুগ জিজ্ঞাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধানে ও সমকালীন চাহিদা পূরণে আল-কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়কর গ্রন্থ। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত আল-কুরআনের ভাষা সাধারণত সহজ-সরল ও হৃদয়স্পর্শী। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুরআনে আরবী অলঙ্কার বিজ্ঞানের এমনসব স্বল্প প্রচলিত রূপকার্থক শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে যা সাধারণের কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই এর মর্মার্থ ও দর্শন উপলব্ধির জন্য তাফসীর শাস্ত্রের সূচনা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পূর্বে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে *'তাফসীর'* শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। আল-কুরআনের সূরা আল-ফুরকানের ৩৩ নং আয়াতে (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.) এ প্রসিদ্ধ শব্দটির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। তাফসীর শাস্ত্র কালামুল্লাহর ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে যে কোন শাস্ত্রের চেয়ে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণার ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত। প্রত্যেক যুগেই সমকালীন প্রাজ্ঞ আলিমগণ আল-কুরআন গবেষণার মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গোটা জাতির কাছে যুগ জিজ্ঞাসার চাহিদার আলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যার সূচনা করেন। পরবর্তীকালে সাহাবী ও তাবি'ঈগণ তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশে অবদান রাখেন। কালপরিক্রমায় বিভিন্ন যুগের মুসলিম মনীষীগণ এ শাস্ত্রের সমৃদ্ধি সাধনে এগিয়ে আসেন। তাফসীর অভিজ্ঞানের ইতিহাসে যাদের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর তাঁদের মধ্যে অন্যতম মনীষা। আল-কুরআনের তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে সনদ ও মতনভিত্তিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে শুরু থেকেই। সেক্ষেত্রে আবু

www.pathagar.com

জা'ফর মুহাম্মদ ইবনু জারীর আত-তাবারীকে (মৃ. ৩১০ হি./৯২২ খৃ.) সনদভিত্তিক (بالروية) তাফসীর রচনার পথিকৃৎ বলা হয়। আর ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদীকে (মৃ. ৩৩৩ হি./৯৪৪ খৃ.) বলা হয় মতনভিত্তিক (بالدرية) তাফসীর রচনার পথিকৃৎ। ইবনু কাসীর সনদভিত্তিক তাফসীর রচনায় ইবনু জারীর আত-তাবারীর রচনা পদ্ধতি, ঐতিহাসিক ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করেন। কেননা সে সময় পাঠকদের কাছে সূত্র অনুল্লেখিত রচনা, বিশেষত কুরআন-হাদীস সম্পর্কিত বিষয়ে রচিত গ্রন্থ জনপ্রিয়তা বা গুরুত্ব পেত না।

হালাকু খানের বর্বরোচিত হামলার কারণে মুসলিম জাহানে যখন একটি নৈরাজ্যকর ও অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয় তখন মুসলিমদের অস্তিত্ব বিলীন করার লক্ষ্যে হত্যাযজ্ঞসহ নানাবিধ অত্যাচার শুরু হয়। এতে মুসলিমদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতিতে নিদারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। পরবর্তী সময়ে তারা আবার জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ফিরে আসে। শিক্ষা সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করতে মুসলিমগণ পূর্ণ-উদ্যমে কাজ শুরু করেন। এ সময় তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস, আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ দার্শনিক আল্লামা ইবনু কাসীর কালজয়ী ও অমর কীর্তিস্বরূপ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ *'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম'* লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মুসলিম সমাজে জ্ঞান ও মনীষার উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতে সুখপাঠ্য তাফসীর হিসেবে পাঠকের মণিকোঠায় স্থান করে নেয় এ তাফসীরখানি। কুরআন ব্যাখ্যার সাথে সাথে সনদভিত্তিক ইতিহাস রচনা করেও তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি কুড়িয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যমণি হিসেবে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। কুরআন, তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস গবেষণায় তাঁর অনন্য পথ নির্দেশনা কালের গণ্ডি পেরিয়ে অধুনাকালেও সমভাবে সমাদৃত হচ্ছে। সুদক্ষ লেখনীর ছোঁয়া দিয়ে জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে বিকশিত করতে অহর্নিশ তিনি যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন ইতিহাসের সোনালী পাতায় তা এখনও উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান। এ প্রবন্ধে তাঁর জীবন ও তাফসীর-কর্মের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

জীবনকথা

আল্লামা ইবনু কাসীর ৭০০ হিজরী/১৩০০ খৃস্টাব্দে সিরিয়া প্রদেশের দামিশকের উপকণ্ঠে বসরা অঞ্চলে *'মাজদাল'*[১] নামক পল্লীতে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।[২] তাঁর মূল নাম ইসমাঈল। উপনাম আবুল ফিদা, উপাধি 'ইমাদুদ্দীন। তাঁর নামের সাথে আল-কুরাশী, আল-বসরী ও আদ-দিমাশকীও সংযুক্ত হয়ে থাকে।[৩] তবে তিনি তাঁর পিতামহ ইবনু কাসীরের নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। উপমহাদেশে তাঁর মূল নামের চেয়ে এই নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে– হাফিয 'ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন আমর বিন কাসীর বিন যার'আ আল-বসরী আদ-দিমাশকী আল-কুরাশী। তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ না করেও তাঁর নামের শেষে আল-কুরাশী সংযুক্ত করতে দেখা যায়।[৪]

তাঁর পিতা ছিলেন সে যুগের প্রসিদ্ধ আলিম ও খতিব। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সুপণ্ডিত হওয়ার কারণে ইবনু হাজার আসকালানী ইবনু কাসীরকে ভাষাবিদ ও প্রসিদ্ধ কবি হিসেবে উল্লেখ করেন। ইবনু কাসীরের বড় ভাইও হাদীসবেত্তা ও প্রসিদ্ধ তাফসীরকার হিসেবে সমকালীন সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। জন্মের তিন বছর পর ৭০৩ হিজরীতে ইবনু কাসীরের পিতা মৃত্যুবরণ করেন। বড় ভাই আবদুল ওয়াহহাব (মৃ.৭৫০ হি.) তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি বড় ভাইয়ের কাছেই হয়। তাঁরা দুই ভাই ছিলেন। বড় ভাই সম্পর্কে ইবনু কাসীরের মন্তব্যঃ

> "তিনি আমার সহোদর এবং আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবৎসল ছিলেন।"[৫]

তিনি ৭০৬ হিজরীতে মাত্র ৬ বছর বয়সে বড় ভাইয়ের সাথে শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি বাগদাদে গমন করেন। ৭০৭ হিজরীতে সাত বছর বয়সে তিনি পরিবারের সাথে দামিশক গমন করেন এবং সেখানেই জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেন। অতি অধ্যয়নের ফলে বৃদ্ধ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। তিনি এই শহরেই ৭৭৪ হিজরী/১৩৭২

www.pathagar.com

খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অন্তিম ওয়াসিয়াত অনুযায়ী তাঁকে তাঁর শিক্ষক ইবনু তাইমিয়ার (মৃ. ৭২৮ হি./১৩২৭ খৃ.) কবরের পাশেই দাফন করা হয়।

৭১১ হিজরীতে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন, তখন তাঁর বয়স ১১ বছর। এভাবে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রায় ৪৪ জন প্রখ্যাত শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। তন্মধ্যে শায়খ বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান আল-ফাযারী-এর নিকট থেকে তিনি ইলমুল ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন।[৬] সমকালীন নিয়মানুসারে[৭] শায়খ আবু ইসহাক সিরাজী (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) এর *আত্ তানবীহ ফী ফুরুইশ শাফি'ঈয়াহ* ও ইবনু হাজিব মালিক-এর *মুখতাসার* গ্রন্থ মুখস্থ করেন।[৮] গ্রন্থটি সম্পূর্ণ মুখস্থ শুনিয়ে ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিশেষ কৃতিত্বের সনদ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি হাদীসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ শায়খদের শরণাপন্ন হন। নাজমুদ্দিন আবুল হাসান আলী রহমানের কাছে মুয়াত্তা; শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাসের কাছে সহীহ আল বুখারী; নাজমুদ্দিন আসকালানীর কাছে সহীহ মুসলিম; মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া আশ-শায়বানীর কাছে আস-সুনান লি দারাকুতনী; ইলমুদ্দীন আল-জাবালীর কাছে মুসনাদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।[৯] তবে তিনি জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনু আবদুর রহমান মিয্‌যী আশ-শাফি'ঈর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।[১০] হাদীস শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি সমকালীন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসদের সমপর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন হন। কেননা তাঁর হাদীসের সনদ বিশ্লেষণের ধারা ছিল মানোত্তীর্ণ। ইবনু তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি./১৩২৭ খৃ.) থেকে হাদীস শাস্ত্রের নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর তিনি মিসরের ইউসুফ খুতনী, ইমাম আবুল খাত্তাহ দাবুসী (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি), ইমাম আলী ওয়ালী প্রমুখ মুহাদ্দিসের শরণাপন্ন হন। তাঁরা তাঁকে হাদীসবেত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপনা করার অনুমতি প্রদান করেন।[১১] হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের সাথে সাথে তিনি *'আসমাউর রিজাল'* বা হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হন। এ কারণে

www.pathagar.com

সমকালীন হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে *'হাফিযে হাদীস'* উপাধিতে ভূষিত করেন। এভাবে ইবনু কাসীর সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষায়তনে গমন করে সমকালীন খ্যাতিমান পণ্ডিতদের কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে কালজয়ী মুসলিম পণ্ডিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় আল্লামা ইবনু কাসীরের পারদর্শিতা সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত মনীষীগণ সুউচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের মন্তব্য হচ্ছে–

আবুল মাহাসিন জামালুদ্দীন ইউসুফ (মৃ. ৮৭৪ হি./১৪৬৯ খৃ.) বলেন :

> "তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।"[১২]

আবুল মাহাসিন হুসাইনী আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭৬৫ হি./১৩৬৩ খৃ.) বলেন :

> "তিনি তাফসীর শাস্ত্র, ফিকহ, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণে বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন এবং রিজাল শাস্ত্রে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুগভীর।"[১৩]

শামসুদ্দীন আয্ যাহাবীর (মৃ. ৭৪৮ হি./১৩৪৭ খৃ.) মতে :

> "ইবনু কাসীর একাধারে মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হিসেবে পারদর্শী ছিলেন।"[১৪]

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আদ-দিমাশকী (মৃ. ৮৪২ হি./১৪৩৮ খৃ.) বলেন :

> "ইবনু কাসীর মুহাদ্দিসদের ভরসার স্থল, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন ও তাফসীরবেত্তাদের গৌরবের প্রতীক।"[১৫]

আল্লামা ইবনু কাসীর তার শিক্ষক হাফিয জামাল উদ্দিন ইউসুফ ইবনু আব্দুর রহমান মিয্যী আশ শাফি'ঈ (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি)-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। জানা যায়, তিনি হাদীস অধ্যয়ন কালেই তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইবনু কাসীরের মৃত্যুর পরে আবুল বাকা ও বদরুদ্দীন নামক তাঁর দুই জন যোগ্য পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা উভয়ই হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন।

www.pathagar.com

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা ইবনু কাসীর অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। কর্মজীবনের শুরুতে কিছুদিন মসজিদের খতিবের দায়িত্বও পালন করেন। ৭৩৬ হিজরীতে প্রথমে তিনি *নজিবিয়্যাহ* শিক্ষালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে সেখানে তিনি উপস্থিত লোকদের সামনে আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰؤُا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে কেবল আলিমগণ আল্লাহকে ভয় করেন"[১৬]–এ আয়াতখানির তাফসীর পেশ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় উপস্থিত সুধীজন বিমোহিত হন। ৭৪৮ হিজরীতে তাঁর শিক্ষক শামসুদ্দীন আয্ যাহাবীর মৃত্যুর পর তিনি উম্মু *সাহিল* ও *তানকীয়াহ* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাদীসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানেও তিনি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।[১৭] দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পর ৭৫৬ হিজরীতে তিনি *'দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়া'* প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। অবশ্য এ পদে তিনি বেশিদিন চাকুরি করেননি।[১৮] ৭৬৭ হিজরীতে গভর্নর সাইফুদ্দীন মানকালী বুগা তাঁকে *আল-জামিউল উমাবীতে* তাফসীর শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ দেন। তৎকালীন সময়ে এ পদে নিযুক্ত হওয়া অত্যন্ত মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করা হতো। তবে ইবনু হাজার আসকালানীর ভাষ্য থেকে জানা যায়, এ প্রতিষ্ঠানের তিনি নিয়মিত অধ্যাপক ছিলেন না। গভর্নর মানকালী বুগার আমন্ত্রণক্রমে তাফসীর শ্রেণীর সবক (সূচনা ক্লাস) অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।[১৯]

আল্লামা ইবনু কাসীরের জ্ঞানের গভীরতা ও শিক্ষা বিস্তারের অনন্য অবদানের কারণে মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাঁর নিকট অসংখ্য জ্ঞানপিপাসুর আগমন ঘটে। তাঁরা তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও ইতিহাস বিষয়ে বিভিন্নমুখী জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হন। তিনি তাঁদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেন নিঃস্বার্থভাবে। ফলে এসব শিক্ষার্থী খুব কম সময়ের ব্যবধানে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় সুবিজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং তাঁরাও প্রসিদ্ধ আলিম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিয়য়ে বুৎপত্তি সমপন্ন এসব ছাত্রদের মধ্যে বদরুদ্দীন

www.pathagar.com

যারকাশী (মৃ. ৭৯৪ হি.), শিহাবুদ্দীন হারিরী (মৃ. ৮১৩ হি.), সা'দ আন-নববী (মৃ. ৮০৫ হি.) ও ইয়াহইয়া আল-রাহবী (মৃ. ৭৯৪ হি.)–এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২০]

সিরিয়ার প্রসিদ্ধ আলিম হিসেবে সরকারী মহলেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাই দেখা যায়, আল্লামা ইবনু কাসীর সমকালীন শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার পাশাপাশি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেছেন। ৭৫১ হিজরীর শেষ দিকে গভর্নর আল-তুনবুগার-এর শাসনামলে আন-নাসিরীকে আহ্বায়ক করে *অবতারবাদে* বিশ্বাসী এক মুরতাদের বিচারের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, ইবনু কাসীর এই কমিটির একজন বিচক্ষণ সদস্য ছিলেন। এই কমিটিতে তিনি অন্যান্য সদস্যের সাথে অংশগ্রহণ করে তদন্ত কাজে সহযোগিতা করেন।[২১] ইবনু কাসীর ৭৫২ হিজরীতে খলীফা আল-মু'তাযিদকে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন। খলীফা মানজাক দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও পূর্ব গৃহীত সিদ্ধান্তের কিছু রদবদলের জন্য অন্যান্য আলিমদের সাথে ইবনু কাসীরকেও আহ্বান করে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ফাতওয়ায় সমঝোতা ও শান্তির উপায় খুঁজে বের করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।[২২]

৭৬২ হিজরীতে খলীফা বায়দামুর বিদ্রোহ দমনের জন্য ইবনু কাসীরসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান আলিমদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ফাতওয়ায় সমঝোতা ও শান্তির উপায় খুঁজে বের করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।[২৩] সাইপ্রাসের ফ্রাংকদের দ্বারা লেবানন ও সিরিয়ার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল আক্রান্ত হলে দামিশকের গভর্নর আমীর মানজাক এর প্রতিরোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইবনু কাসীরের কাছে শরী'আতের বিধান জানতে চান। তিনি আমীরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সীমান্ত রক্ষা সংক্রান্ত *'রিবাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ'* শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে আমীর খুব খুশি হন এবং এ ধরনের সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।[২৪]

আল্লামা ইবনু কাসীর ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহভীরু, পরোপকারী, সহজ-সরল জীবন চর্যায় বিশ্বাসী একজন সচ্চরিত্রবান লোক ছিলেন। জ্ঞানচর্চা ও

www.pathagar.com

গবেষণার সাথে সাথে তিনি ইবাদাত-বন্দেগী করে সময় কাটাতেন।

তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আল্লামা ইবনু হাজিব (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) বলেন :

> "তিনি প্রফুল্লচিত্ত, খোশমেজাজ ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনায় মূল্যবান উপমা ও দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতেন"।[২৫]

ইবনু হাজার আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি./১৪৪৮ খৃ.) তাঁকে হাসানুল মুফাকাহা বা উত্তম রসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৬]

হাফিয ইবনু কাসীর শিক্ষা ও জ্ঞান-গবেষণার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। বাগদাদ, আল-কুদস, নাবলুস, বা'লাবাক্কা শহর, মিসর প্রভৃতি দেশ তিনি শিক্ষা জীবনে ভ্রমণ করেন। ৭৫১ হিজরীতে তিনি পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশে মক্কা গমন করেন।[২৭]

শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইবনু কাসীর তাঁর শিক্ষক ইবনু তাইমিয়ার অনুসরণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাম্বলী ফিকহ মত অবলম্বন করেছেন। ইবনু তাইমিয়ার (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) মতে, একই মজলিসে তিন তালাক দেয়া হলে তা এক তালাকে রিজয়ী হিসেবে গণ্য হবে। ইবনু কাসীর (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) তালাকের এই মাসআলায় ইবনু তাইমিয়া (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) কে অনুসরণ করায় সমকালীন আলিমদের রোষাণলে পড়েন। তাঁকে ফাতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তিনি এসব রাজাদেশ উপেক্ষা করলে তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়। তবে অত্যাচার নির্যাতন যতই করা হয়েছে তিনি তাঁর মতাদর্শ থেকে একটুও বিচ্যুত হননি কখনো। এর পর থেকে তিনি মুফতী হিসেবে আরো বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। ইবনুল ইমাদ (মৃ. ১০৮৯ হি./১৬৭৮ খৃ.) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন:

> 'তৎকালীন সময়ে তাঁর ফাত্ওয়ার পৃষ্ঠাসমূহ যেন দেশের সর্বত্র উড়ে বেড়াত'।[২৮]

আল্লামা ইবনু কাসীরের তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আবরী ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি আরবী কাব্যেও অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। যদিও তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, তা সত্ত্বেও তিনি যে একজন

www.pathagar.com

উঁচুমানের কবি ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য কবিতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর রচিত একটি আরবী কবিতার ভাবানুবাদ হচ্ছে–

تَمُرُّ بِنَا الاَيَّامُ تَتْرى وَ اِنَّمَا
نُسَاقُ اِلى الاجَالِ وَالعَيْنُ تَنْظُرُ
فَلا عَائِدَ ذلِكَ الشَّبَابُ الَّذِىْ مَضَى
وَلا زَائِلَ هَذَا المَشِيْبُ المُكَدَّرُ

'দিনের পর দিন অতীতের পথ অন্তহীন
বিলীন হয়ে যায়,
আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি
ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।
চলে যাওয়া জীবন-যৌবন ফিরে পাবার নয়
জরাজীর্ণ এই বার্ধক্যও দূরে যাবার নয়'।[২৯]

জানা যায়, বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ আশ–শারসানী নামে আরবী ভাষায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অসংখ্য কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। ৭৬৩ হিজরী সালে তাঁর পরীক্ষা নেয়ার জন্য সমকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সমন্বয়ে যে বোর্ড গঠন করা হয়, ইবনু কাসীর সে বোর্ডের একজন বিজ্ঞ সদস্য ছিলেন। উক্ত বোর্ডে শারসানীর কবিতায় পাণ্ডিত্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন :

"হাযা আজাবুল আজায়িবে ওয়া আবলাগুল গারায়েবে।"[৩০]

রচনাবলী

আল্লামা ইবনু কাসীর একটি নাম, একটি ইতিহাস। তাঁর গোটা জীবন কেটেছে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায়। তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত অসংখ্য গ্রন্থই এর উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য আর ক্ষুরধার লেখনী শক্তি মুসলিম-মিল্লাতের জন্য এক বিস্ময়কর ইসলামী সাহিত্য সম্পদ। যুগজিজ্ঞাসা ও সমকালীন চাহিদার প্রেক্ষিতে বিরচিত এসব গ্রন্থাবলী বিশ্ব মুসলিমের জন্য এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। ড. সালাহউদ্দীন মুনজিদ

www.pathagar.com

(রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) যথার্থই বলেছেন :

> "ইবনু কাসীর রচিত গ্রন্থাবলী আরবীয় ঐতিহ্যে এক নব অধ্যায়ের সংযোজন। তাঁর সুনিপুণ লেখনী শক্তিই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে।"[৩১]

ইবনু হাজার আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি./১৪৪৮ খৃ.) বলেন :

> "ইবনু কাসীরের জীবদ্দশায় তাঁর মূল্যবান রচনাবলী বিশ্বের বিভিন্ন নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে, মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলী দ্বারা মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হয়।"[৩২]

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া বেশ কঠিন। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিম্নে এর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

১. তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (তাফসীর ইবনু কাসীর নামে পরিচিত);
২. আররিসালাতু ফী ফাযায়িলিল কুরআন;
৩ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া;
৪. আত-তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস সিকাত ওয়াদ্ দু'আফা ওয়াল মাজাহিল;
৫. শরহু সহীহিল বুখারী;
৬. শরহুত তানবীহ লি আবী ইসহাক আস-সিরাজী;
৭. জাওয়াযু উম্মে সালামাহ;
৮. বাইয়ু উম্মাহাতিল আওলাদ;
৯. আখবারু হুজুমিল আফরানজ আলাল ইসকান্দারিয়াহ;
১০. তাখরিজু আহাদিসি মুখতাসারি ইবনু হাজিব;
১১. আল-হুদা ওয়াস সুনানু ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান;
১২. ইখতাসারু উলূমিল হাদীস;
১৩. কিতাবুল মুকাদ্দিমাত;
১৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল;
১৫. আল-ফুসূল ফী ইখতিসারি সিরাতির রাসূল;
১৬. আস-সিরাতুন নববিয়াহ;

www.pathagar.com

১৭. তাবকাতুস শাফি'ঈয়াহ;
১৮. কিতাবুল আহকামিল কাবীর;
১৯. আল-কাওয়াকিবুদ দুরারী (অবলুপ্ত);
২০. শামায়িলু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম);
২১. মাওলিদু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম);
২২. বুতলানু ওয়াযইল জিযিয়া;
২৩. আল-আহকামুস সাগীরা;
২৪. রিসালাতু ফিস সিমা'ঈ;
২৫. রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ;
২৬. জুযউন ফিল আহাদিসিল ওয়ারিদাহ ফি কাতলিল কিলাব;
২৭. ইখতিসারু কিতাবিল মাদখাল ইলা কিতাবিস সুনান লিল বায়হাকী;
২৮. আল-হাওয়াশি আলা যিয়াদাতে মুসলিম;
২৯. আহাদিসুত তাওহীদ ওয়া রাদ্দিশ শিরক;
৩০. জুযউন ফিল আহাদিসিল ওয়ারিদাহ ফিল মাহদী;
৩১. জুযউন ফি হাদীসে কাফফারাতিল মাজলিস;
৩২. সিরাতু উমর ইবনুআবদিল আযিয (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি);
৩৩. তরজুমাতু শায়খিল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া;
৩৪. সিরাতুস সিদ্দিক ওয়াল ফারুক;
৩৫. সিরাতুল মুনকালী বুগা আশ-শামসী;
৩৬. মানাকিবুস শাফি'ঈ;
৩৭. তাখরিজু আহাদিসি আদিল্লাতিত তানবীহ;
৩৮. আত্ত-তারিখুল কাবির;
৩৯. আত-তাফসিরুল কাবীর;
৪০. জামিউল মাসানিদ আল-আশারা;
৪১. মুসনাদুস শায়খাইন।

উল্লেখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও ইবনু কাসীরের আরো অনেক গ্রন্থ আছে বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। যুগ-পরিক্রমায় তা বিলুপ্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে ১৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থের কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরী ও সংগ্রহশালায় মওজুদ

www.pathagar.com

আছে। যেসব গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় এবং যা ইতোমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তন্মধ্যে কয়েকটির পর্যালোচনা নিম্নরূপ:

১. **আত্ তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস্ সিকাত ওয়াদ্ দু'আফা ওয়াল মাজাহিল** : এ গ্রন্থটি রিজাল শাস্ত্রের (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনীমূলক গ্রন্থ) নির্ভরযোগ্য-তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। হাদীস শাস্ত্রের নানা বিষয়ের তথ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব এতে রয়েছে। ৫ খণ্ডে বিভক্ত এ বিশাল গ্রন্থটি অবশ্য ইবনু কাসীর সম্পূর্ণ একা রচনা করেননি। এটি হাফিয জামাল উদ্দীন ইউসুফ বিন আবদুর রহমান মিয্যীর *'তাহযিবুল কামাল'* এবং শামসুদ্দীন আয্ যাহাবীর *'মিযানুল ই'তিদাল'* নামক দুটি গ্রন্থের একত্রিত সংকলন গ্রন্থ।

গ্রন্থটির শিরোনামের ব্যাপারেও ভিন্নমত আছে। কাশফুয্ যুনুন-এর ভাষ্য মতে, গ্রন্থটির নাম *'আত্তাকমিলাতু ফী আসমাইস সিকাত ওয়াদ দু'আফা'*। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইবনু কাসীরের বক্তব্য দ্বারা এ নামটির পক্ষেই সমর্থন পাওয়া যায়।[৩৩]

২. **আল-হুদা ওয়াস সুনানু ফী আহাদিসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান** : পাঠকদের কাছে এ গ্রন্থটি *'জামিউল মাসানীদ'* নামে সমধিক পরিচিত। ৮ খণ্ডে রচিত এ গ্রন্থটিতে সাহাবীদের নাম বর্ণনাক্রমিকভাবে বিন্যাস করে তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এটি হাদীস সংকলনের বিশ্বকোষ রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এর একটি পাণ্ডুলিপি মিসরের দারুল কুতুব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৩৪]

৩. **তাখরিজু আহাদিসি আদিল্লাতিত তানবীহ** : তৎকালীন সময়ে কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে সম্পূর্ণ কিতাব মুখস্থ করে তা শায়খদের শুনাতে হতো। ইবনু কাসীর ছাত্র জীবনে ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য ইবনুল হাজিবের *'তানবীহ'* ও *'মুখতাসার'* গ্রন্থ দুটি মুখস্থ করেন। পরবর্তীতে এ কিতাবদ্বয়ের আলোকে উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন।[৩৫]

৪. **তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়াহ** : শাফি'ঈ মাযহাবের ফিক্হবিদদের

www.pathagar.com

বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জানা যায়, এর একটি পাণ্ডুলিপি হুসাইন বাসমালার কাছে ছিল। পরবর্তীতে এর অনুসরণ করে ইবনু কাজী শাহবা তার *'তাবাকাতুশ শাফি'ঈয়াহ'* রচনা করেন।[৩৬]

৫. **মানাকিবুস শাফি'ঈ :** শাফি'ঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফি'ঈ (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি)-এর জীবন ও কর্মের ওপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি।[৩৭]

৬. **শরহু সহীহিল বুখারী :** এটি ইমাম বুখারীর (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) সহীহ আল বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। জানা যায়, ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড লেখার পর অবশিষ্ট খণ্ডগুলো আর লিখে যেতে পারেন নি।[৩৮]

৭. **ইখতিসারু উলূমিল হাদীস :** এটি ইবনুস সালাহ রচিত উলূমুল হাদীসের সংক্ষিপ্তসার। এর ভূমিকা লিখেছেন শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক হামযাহ। গ্রন্থটিতে ইবনু কাসীরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও স্থান পেয়েছে। অনেক মূল্যবান তথ্য সংযুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটি পাঠকসমাজে বেশ সমাদৃত। এ গ্রন্থটি বৈরূতের দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৯]

৮. **আল-আহকামুল কাবীর :** আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে একত্রিত করার প্রয়াস এ গ্রন্থে লক্ষণীয়। কিন্তু লেখক *'কিতাবুল হজ্ব'* পর্যন্ত লিখে আর লিখে যেতে পারেন নি।[৪০]

৯. **মুসনাদুস শায়খাইন :** এ গ্রন্থে কেবল হযরত আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-এর থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে।[৪১]

১০. **মুসনাদু ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) :** এ গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মুসনাদের হাদীসসমূহকে তিনি বর্ণক্রমানুসারে বিন্যাস করেছেন। ইমাম তাবারানীর *মু'জাম* ও আবু আ'লার *মুসনাদ* গ্রন্থের অতিরিক্ত হাদীসসমূহও এ গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে।[৪২]

www.pathagar.com

১১. **মুখতাসারু কিতাবিল মাদখালিল ইমাম বাইহাকী :** এটি বাইহাকী প্রণেতা ইমাম আহমাদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি)-এর রচিত *'কিতাবুল মাদখাল'* গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।[৪৩]

১২. **রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ :** খৃস্টান কর্তৃক *'আয়াস'* দুর্গ অবরুদ্ধ হলে ইবনু কাসীর আমীর মানজাকের প্রতি লেখা জিহাদ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৪]

১৩. **রিসালাতু ফী ফাযায়িলিল কুরআন :** এটি তাফসীরে ইবনু কাসীরের পরিশিষ্ট হিসেবে লিখিত একটি প্রামাণ্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। মিসরের আল-মানার প্রেস থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।[৪৫]

১৪. **আস-সীরাতুন নবুবিয়াহ :** রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনীর ওপর বৃহদাকারের প্রামাণ্য গ্রন্থ। ৪ খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটি ১৩৮৬ হিজরীতে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৬]

১৫. **আল-ফুসূলু ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) :** এ গ্রন্থেও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনী সংক্ষিপ্তকারে উপস্থাপিত হয়েছে। পবিত্র মদীনা শরীফের শায়খুল ইসলাম গ্রন্থাগারে এর একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[৪৭]

১৬. **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া :** ইবনু কাসীরের রচিত শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ। সারাবিশ্বে এ গ্রন্থটি ইতিহাসের ওপর লিখিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে অনবদ্য ও কালজয়ী সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত কুরআন সুন্নাহর আলোচনা ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলীও এ গ্রন্থে চমৎকার ও সার্থকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। ইবনু কাসীর এ গ্রন্থ রচনায় ইমাম আত্ তাবারী, ইবনুল আসাকির, ইবনুল আসীর, ইবনুল জাওযী ও আয্ যাহাবীসহ বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের রচনাবলী থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থটিতে

www.pathagar.com

লেখকের শ্রমসাধ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৪ খণ্ডের ৫৩৮০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৩৫১-১৩৫৮ হিজরীর মধ্যে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৮] ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ২০০০ সালে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৪ খণ্ডে সমাপ্য ইতোমধ্যে (২০০৮) ৮ম খণ্ড পর্যন্ত বেরিয়েছে।

তাফসীর ইবনু কাসীরের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা ইবনু কাসীরের অনবদ্য রচনাশৈলীর কালজয়ী সৃষ্টি *'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম'*। মুসলিম-জাহানে এটি *'তাফসীর ইবনু কাসীর'* নামে পরিচিত। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ছোঁয়ায় রচিত তাফসীরখানির ভাষাশৈলী ও বর্ণনার লালিত্য অনন্য। এ গ্রন্থে কুরআনের ব্যাখ্যা সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় পাঠক সমাজে দলমত নির্বিশেষে প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য। কঠোর পরিশ্রম, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও গভীর অনুসন্ধিৎসার ছাপ এ গ্রন্থে সুস্পষ্ট। এসব কারণে সহজবোধ্য, হৃদয়গ্রাহী এ তাফসীরখানি ইবনু কাসীরের অবিস্মরণীয় কীর্তি হিসাবে স্বীকৃত। এখানে তাঁর তাফসীরের বৈশিষ্ট্যের কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

এক. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর

আল্লামা ইবনু কাসীর তাফসীর রচনায় যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতিটি হচ্ছে তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন বা কুরআন দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা। কেননা কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যেসব পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে এটি। এ প্রসঙ্গে খালিদ আবদুর রহমান আল-'আক বলেন :

فان قال قائل فما احسن طرق التفسير؟ فالجواب ان اصح الطريق فى ذلك ان يفسر القرأن بالقرأن.

অর্থাৎ 'কেউ যদি প্রশ্ন করে তাফসীরের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি কোন্ টি? এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে- কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর করাই সর্বোত্তম পদ্ধতি'।[৪৯] তাফসীর ইবনু কাসীর অধ্যয়ন করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহর বাণী :

فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّه كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

www.pathagar.com

"তারপর আদম (আ) তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কিছু বাণী শিখে নিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৫০]

এ আয়াতে فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ 'আদম (আ) তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কিছু বাণী শিখে নিলেন' এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। আদম (আ) আল্লাহর কাছ থেকে কোন বাণী শিখেছেন তার বর্ণনা এ আয়াতে নেই। আল্লামা ইবনু কাসীর এ আয়াতের একটি সম্পূরক আয়াত উল্লেখ করেছেন যাতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহর বাণী :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"তারা দুইজন বললো হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমরা আমাদের নফসের উপর যুল্‌ম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।"[৫১] এভাবে ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে অসংখ্য আয়াতের তাফসীর কুরআনের আয়াত দ্বারা করেছেন।

দুই. হাদীস দ্বারা কুরআনের তাফসীর

আল্লামা ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন সেটি হচ্ছে, তাফসীরুল কুরআন বিল হাদীস বা কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীস দ্বারা। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত অভিমত সম্পূর্ণ পরিহার করে পর্যায়ক্রমে সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবে' তাবি'ঈর বক্তব্য দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ থেকে হাদীসের সনদ, বর্ণনাকারীদের চরিত ও শ্রেণী বিন্যাস যাচাই-বাছাই করে মারফূ' হাদীস গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

"আল-কুরআন সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।"[৫২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর যেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে– হযরত ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, মুত্তাকীন তাঁরাই যাঁরা

www.pathagar.com

আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, শিরক হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী মেনে চলে। সুফিয়ান সাওরী ও হাসান বসরী (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) বলেন :

> 'মুত্তাকীন তাঁরাই যাঁরা হারাম থেকে বেঁচে থাকেন এবং অবশ্য করণীয় কাজ অবনতচিত্তে পালন করে থাকেন'।

হযরত কাতাদা (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) বলেন :

> মুত্তাকীন তাঁরাই যাঁদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতের পরে বলেন :
>
> الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ .....
>
> "যাঁরা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে, সালাত কায়েম করে ও আমি তাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখে এবং আর আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"[৫৩]

ইবনু কাসীর এভাবে আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীস উপস্থাপন করেছেন। এ কারণে এ তাফসীরকে রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনু জারীর আত-তাবারীর (মৃ. ৩১০ হি./৯২২ খৃ.) *'জামিউল বয়ান 'আন তাবিলে আইয়িল কুরআন'*-এর স্থান সবার শীর্ষে। আত্ তাবারীর পরেই ইবনু কাসীরের স্থান।[৫৪]

তিন. আহকাম বিষয়ক আয়াতের তাফসীর

ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আহকাম বিষয়ক আয়াতের তাফসীরে ফিকহী মাসআলা উল্লেখ করেছেন। কোনো মাযহাবের প্রতি কোনোরূপ বিরূপ ধারণা ব্যতিরেকে বিনয় ও সংযমের সাথে অন্যান্য মাযহাবের অভিমত উপস্থাপন করেছেন। স্বভাবগতভাবে স্বীয় মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়ে মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে তাফসীর করতে গিয়ে তিনি ফিকহ শাস্ত্রবিদের বিতর্কপূর্ণ মতামতের বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে তাঁদের মতামত দালিলিক প্রমাণসহ ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে মনগড়া বক্তব্য কিংবা দুর্বোধ্য জটিল শব্দ প্রয়োগ করে তাফসীর বুঝতে জটিলতাও সৃষ্টি করেননি।[৫৫] যেমন আল্লাহর বাণী :

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ .

"তালাকপ্রাপ্ত নারী তিন কুরু পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে"।[৫৬]

এ আয়াতে উল্লেখিত 'قُرُوْء' শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন ফিক্‌হবিদের অভিমত উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, তোমরা কি জান কুরু কী? কুরু হলো তোহর বা পবিত্রতা। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আবদুর রহমানের কন্যা হযরত হাফসা (রা) কে তাঁর তিন তোহর-পবিত্রতা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৃতীয় ঋতু আরম্ভ হওয়ার সময় স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) হযরত আয়িশা (রা)–এর এই মতামতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। পক্ষান্তরে, খুলাফা-ই-রাশিদুন, আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস, ইবনু মাসউদ, সাঈদ ইবনু জুবাইর, উবাই ইবনু কা'ব, আবু মুসা আল আশ'আরী, ইকরামা, কাতাদাহ, হাসান বসরী, মুকাতিল বিন হিব্বান, সুদ্দী, মাকহুল, দাহ্‌হাক ও আতা (রা) প্রমুখের মতে, কুরু শব্দ দ্বারা *'হায়েয'*কে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবু হানিফাও (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) এই মতের সমর্থক। অতএব, আয়াতে বর্ণিত *'তিন কুরু'* অর্থ হবে তিন হায়েয। কাজেই যে পর্যন্ত না তৃতীয় হায়েয হতে পবিত্র হবে সে পর্যন্ত সে ইদ্দতের মধ্যেই থাকবে। এই মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।[৫৭]

চার. ইসরাঈলী বর্ণনা প্রত্যাখ্যান

আল্লামা ইবনু কাসীর তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসীরে ইসরাঈলী[৫৮] ভিত্তিহীন বর্ণনা ও অলীক উপাখ্যান সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ভ্রান্ত ও অলীক অভিমতের মূলোৎপাটন করে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তুলে ধরে তাফসীর অভিজ্ঞানকে ইসরাঈলী বর্ণনামুক্ত করে বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাফসীরের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ইবনু জারীর আত্

www.pathagar.com

তাবারীকে অনুসরণ করলেও ইসরাঈলিয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর মতামত সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইসরাঈলী বর্ণনা গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

'যেসব বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান আছে কেবল সেসব বর্ণনা গ্রহণ করেছি। আর যেসব বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়নি তা পরিত্যাগ করেছি'।[৫৯]

যেমন আল্লাহর বাণী :

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً.

"স্মরণ কর, যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল : আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার আদেশ দিচ্ছেন।"[৬০] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সালফে সালেহীন, উবায়দাহ, আবুল আলীয়া ও সুদ্দী (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) প্রমুখের বর্ণনাকে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করে ভিত্তিহীন ও অনির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপ সূরা ক্বাফ-এর *'ক্বাফ'* অক্ষরের তাফসীর প্রসঙ্গে অন্যান্য মুফাসসির বলেন, ক্বাফ হচ্ছে গোটা বিশ্বজাহানকে পরিবেষ্টনকারী একটি পাহাড়ের (কোকাফ) নাম। ইবনু কাসীর এরূপ তাফসীরকে অস্বীকার করে বলেছেন এসব বর্ণনা ইসরাঈলী উপখ্যানজাত ও ভ্রান্ত।[৬১]

তাফসীরে ইবনু কাসীর অধ্যয়ন করলে এ ছাড়াও কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন–

* আল-কুরআনের যেসব শব্দ জটিল ও দুর্বোধ্য তিনি সেসব শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার মাধ্যমে সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য করে তুলেছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এসব শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগের দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছেন।

* তাফসীরে ইবনু কাসীরের ভাষা অতীব সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। লেখক এই তাফসীরে পূর্ববর্তী অনেক মুফাসসিরের বক্তব্য চয়ন করেছেন কিন্তু তিনি এই চয়ন এত চমৎকারভাবে করেছেন যে কোথাও কোন জটিলতা চোখে পড়ে না। বিশেষত: ইবনু জারীর আত্ তাবারী, ইবন

www.pathagar.com

আবু হাতিম, ইবনু আতিয়্যাহ (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) সহ অনেক মুফাসসিরের বক্তব্য তাঁর তাফসীরে সংযোজন করেছেন। এরা সবাই সনদভিত্তিক তাফসীর রচনা করেছেন।

* ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে কোথাও কোথাও গুরুত্বপূর্ণ শব্দের আরবী ব্যাকরণগত আলোচনা করেছেন। কেননা আরবী ব্যাকরণের রীতিতে কখনো কখনো কোন শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটায়, এই তাফসীরে এসব বিষয়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

* তাফসীরে ইবনু কাসীরের আরো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, আল-কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আরবী কবিতার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি আরবের প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকের কাব্যভাণ্ডার থেকে কবিতা চয়ন করেছেন।

* তাফসীরে ইবনু কাসীরে মু'তাযিলা, জাবারিয়া ও কাদারীয়াসহ অন্যান্য ভ্রান্তপন্থীদের মতবাদ কুরআন সুন্নাহ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যৌক্তিক বক্তব্যের আলোকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি অন্য কাউকে কোনরূপ হেয় প্রতিপন্ন না করে প্রকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।

* আল্লামা ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে আরো একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছেন। সেটি হচ্ছে-তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থের পরিশিষ্টে *ফাযাইলুল কুরআন* বা আল-কুরআনের মাহাত্ম্য নামে একটি বিশেষ অধ্যায় সংযুক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে এই তাফসীরটির গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর তাফসীরের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[৬২]

মনীষীদের দৃষ্টিতে তাফসীর ইবনু কাসীর

অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এ তাফসীরখানির প্রতি মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের মন্তব্য হচ্ছে–

হাজী খলীফার মতে :

> "এ তাফসীরখানি আছারের (হাদীস) ভিত্তিতে রচিত বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থের অন্যতম, অতুলনীয়।"[৬৩]

www.pathagar.com

আস্ সুয়ূতীর মতে :

> "ইবনু কাসীরের পদ্ধতিতে বিরচিত উঁচুমানের তাফসীর পৃথিবীতে আর একটিও নেই।"[৬৪]

আল্লামা শাওকানীর মতে :

> 'এটি উঁচুমানের একটি প্রসিদ্ধ তাফসীর। এই তাফসীরের কোন জুড়ি নেই'।[৬৫]

সাইয়্যেদ রশিদ রিযা বলেন :

> "সালফ মুফাসসিরদের বর্ণিত উপকারিতার বিচারে এটি একটি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ।"[৬৬]

আবদুল আযিম আয-যারকানীর মতে :

> "আছারের তাফসীরের মধ্যে এটি বিশুদ্ধ, প্রামাণ্য ও অতীব উপকারী হিসাবে মুসলিম সমাজে সমাদৃত।"[৬৭]

ড. হুসাইন আয-যাহাবীর মতে :

> "রেওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরের মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসীর গ্রন্থ। আত্ তাবারীর তাফসীরের পরে এর স্থান।"[৬৮]

তাফসীরখানির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এর প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে। এটি প্রথমে ১০ খণ্ডে ছাপা হয় বুলাকে কানুজীর *'ফাতহুল বয়ানের'* প্রান্তটীকা হিসেবে। ১৩০০ হিজরীতে এটি পুনরায় সায়্যিদ আবু তায়্যিব সিদ্দীক হাসান খান রচিত *'মাজমাউল বয়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন'* গ্রন্থের পাদটীকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। মিসরের আল-মানার পাবলিকেশন থেকে ইমাম বাগভীর রচিত পাদটীকাসহও প্রকাশিত হয়। ১৪০০ হিজরীতে এটি লেবাননের রাজধানী বৈরূত থেকে ২৪০০ পৃষ্ঠায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। আহমদ শাকের মুহাম্মাদ নাসিব আর-রিফা'ঈ এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করেন। আল্লামা মুহাম্মাদ আলী সাবুনী আরবী ভাষায় এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন, যা বৈরূতের দারুল কুরআন প্রকাশনালয় প্রকাশ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। বাংলাদেশেও এর অনুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষা ও গবেষণার ধারা অব্যাহত আছে।

উপসংহার

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর হিজরী অষ্টম শতকের একজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম মনীষা। সমকালীন প্রেক্ষাপটেও তাঁর তুলনা হয় না। ইসলামের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে লেখা তাঁর বিশাল সাহিত্য-ভাণ্ডার সে কথারই ইঙ্গিত বহন করে। কুরআন সুন্নাহ্র বাণীকে সমুন্নত করতে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-গবেষণা ও গভীর অধ্যয়ন গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষা গবেষণার আলো ছড়িয়ে দিতে ইবনু কাসীরের জ্ঞানসাধনা ও গবেষণাসুলভ অনুসন্ধিৎসা জ্ঞানপিপাসু মানবগোষ্ঠীকে আজও জাগ্রত করে। কেননা তাঁর রচিত জ্ঞানভাণ্ডারে যেমন আছে জাগতিক জীবনের জ্ঞান-জিজ্ঞাসার সূক্ষ্ম সমাধান তেমনি পারত্রিক জীবনের মুক্তির লক্ষ্যেও তাঁর রচনাবলী অনন্য সহায়ক সাহিত্য-ভাণ্ডার। তাঁর রচনায় কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্হ বিষয়ের আলোচনার সাথে সাথে আবহমান ইতিহাস ঐতিহ্য ও সমকালীন নানা অনুষঙ্গ মূল্যায়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী ইসলামী সাহিত্য-সম্পদ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। যা ইসলামী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমৃদ্ধি সাধনে এবং ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের সূত্র তৈরিতে অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। খুলাফা-ই-রাশিদুন থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বকোষ জাতীয় যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা বিশ্ব সাহিত্যের অনিবার্য প্রামাণ্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নানা প্রসঙ্গ তাঁর রচনাকে আরো সমৃদ্ধ ও সার্থক করে তুলেছে। তবে ইবনু কাসীরের সকল রচনাকে ছাপিয়ে *তাফসীর ইবনু কাসীর* আল-কুরআনের শিক্ষা ও গবেষণার এক অনিবার্য উৎস-উপাদানে পরিণত হয়েছে। তাফসীর সাহিত্যে এটি তাঁর অনবদ্য ও অবিস্মরণীয় কীর্তি। প্রাচীন যুগে রচিত যেখানে তাফসীরের গ্রন্থাবলীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুরূহ সেখানে *তাফসীর ইবনু কাসীর* পাঠকদের হাতে হাতে অস্তিত্বে বিদ্যমান। মানকুল বা রেওয়ায়েতভিত্তিক তাফসীরের মধ্যে

www.pathagar.com

তাফসীর আত্ তাবারীর পরেই এটির স্থান। অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা বিভিন্ন বিষয়কে প্রমাণসিদ্ধ করার প্রয়াসের দিক থেকে *তাফসীর আত্ তাবারীর* সাথে সংযোগ ও সমন্বয় রয়েছে এ তাফসীরটির। আর ভাষা অলঙ্কার ও সাহিত্যশৈলীর দিক থেকে *তাফসীর কুরতুবী* ও *মা'আলিমুত্ তানযীল*-এর সাথে চমৎকার মিল রয়েছে। এ কারণে এ তাফসীরটি জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা গবেষণার জন্য পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে দারুণভাবে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যভুক্ত হয়েছে। কালামুল্লাহর মর্মার্থ ও দর্শন উপলব্ধি করার জন্য সত্যিই *তাফসীর ইবনু কাসীর* একটি উঁচুমানের অতুলনীয় তাফসীর গ্রন্থ। তাঁর চিন্তা ও গবেষণার ফল কালের গণ্ডি পেরিয়ে অধুনাকালেও সমভাবে সমাদৃত হচ্ছে। ■

তথ্যনির্দেশ

১. মাজদাল : এটি সিরিয়ার অন্তর্গত বিখ্যাত শহর বসরার একটি মহল্লার নাম। এখানেই ইবনু কাসীরের মাতার জন্ম হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ মহল্লাটির নাম 'জান্দাল' ও 'মাজীদান' বলেও উল্লেখ করেছেন। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে তাঁর জন্মস্থান 'মুজায়দিল' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। (বি. দ্র. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, পাকিস্তান : আল-মাকতাবাতুল কুদসিয়া, তাবি, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩১)
২. মান্না আল-কাত্তানের মতে, তিনি ৭০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা শাওকানী তাঁর আল-বাদরুত তালী গ্রন্থে ইবনু কাসীরের জন্মসাল ৭০১ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু হাজার আসকালানী, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ৭০০ হিজরী কিংবা তদূর্ধ্বে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে, তিনি ৭০০ হিজরীতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। (বি.দ্রঃ আসকালানী, আদ-দুরারুল কামিনা, হায়দারাবাদ, পাকিস্তান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫, শাওকানী, আল-বাদরুত তালী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা দ্র.)
৩. ইবনু হাজার আসকালানী, আদ-দুরারুল কামিনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩
৪. ইবনু কাসীর তাঁর নামের শেষে 'আল-কুরাশী' সংযুক্ত করার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, আমার পিতা হাসলা গোত্রের লোক ছিলেন। এ গোত্রটি বিদ্যা-জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার কারণে বিশেষ মর্যাদা ও আভিজাত্যের অধিকারী ছিল। আমার শিক্ষক তা জানতে পেরে আনন্দচিত্তে আমার নামের শেষে আল-কুরাশী শব্দ সংযুক্ত করে দেন। পরবর্তীতে এটি মূল নামের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (বি.দ্রঃ ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৯)
৫. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩২-৪৮
৬. ড. ফাহাদ রুমী, উসূলুত তাফসীর ওয়া মানাহিজুহু, রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওবা, ৯বম সংস্করণ ২০০০ খৃ./১৪২১ হি., পৃ. ১৫০
৭. সেকালে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিয়ম ছিল যে কোনো শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে তাকে সে বিষয়ের একটি গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করতে হতো।
৮. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদুল উলূম, কায়রো : দারুল কুরআন, ১২৯৫ হি., ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬
৯. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; আল-হাম্বলী, শাযরাতুয যাহাব, মিসর : দারুল কুতুব আল-হাদীসাহ, তা:বি:, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৩
১০. আবুল মাহাসিন হুসাইনী আদ-দিমাশকী, যায়লুত তাযকিরাতুল হুফফায, হায়দারাবাদ :

www.pathagar.com

দায়েরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৮ হি., পৃ. ১৯৪
১১. আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮
১২. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, তা:বি:, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪
১৩. আবুল মাহাসিন হুসাইনী আদ-দিমাশকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
১৪. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, হায়দারাবাদ, পাকিস্তান : দায়িরাতুল মা'আরিফ, তা:বি:, পৃ. ৭১
১৫. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, পাকিস্তান : এদারাতুল কুরআন, ১৯৮৭ খৃ./১৪০৭ হি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩
১৬. আল-কুরআন, ৩৫:২৮
১৭. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭
১৮. প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫২
১৯. প্রাগুক্ত
২০. ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
২১. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮০
২২. প্রাগুক্ত
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা দ্র.
২৬. প্রাগুক্ত
২৭. প্রাগুক্ত
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. মূল আরবী কবিতার জন্য দেখা যেতে পারে : আবজাদুল উলূম, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, ভূপাল : সিদ্দিকী প্রেস, ১২৯৫ হি., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮০
৩০. আসকালানী, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৯৫
৩১. প্রাগুক্ত
৩২. মান্না আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ ১৯৯৯ খৃ./১৪১৭ হি., পৃ. ২৬১
৩৩. কাশফুয্ যুনুন, হাজী খলিফা, লণ্ডহী তেহরান, ১৩৫৭ ফার্সি সাল, পৃ. ২৩৪; আবুল মহসিন হুসাইনী দিমাশকী, যাইলুত তাযকিরাতুল হুফফায, দামিশক, দারুস সালাম, তাবি, পৃ. ১৫৪
৩৪. জুরজী যায়দান, তারিখ আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, , বৈরূত : দারু মাকতাবা আল-হায়াত, ১৯৭৮, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮
৩৫. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৩৬. তাফসীর ইবনু কাসীর (ড. মুজিবুর রহমান অনূদিত), ঢাকা : তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৯, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. প্রাগুক্ত
৩৯. প্রাগুক্ত
৪০. প্রাগুক্ত
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৪২. প্রাগুক্ত
৪৩. প্রাগুক্ত
৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৪৬. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

৪৭. প্রাগুক্ত
৪৮. প্রাগুক্ত
৪৯. প্রাগুক্ত
৫০. আল-কুরআন, ২:৩৭
৫১. আল-কুরআন, ৭:২৩
৫২. আল-কুরআন, ২:২
৫৩. আল-কুরআন, ২:৩-৪
৫৪. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪৪
৫৫. ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা দ্র.
৫৬. আল-কুরআন, ২:২২৮
৫৭. ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬
৫৮. ইসরাঈলী বর্ণনা সম্পর্কে বি. দ্র. ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-তাবারী : জীবন ও কর্ম শীর্ষক সেমিনার প্রবন্ধ, বিআইসি, মে ২০০৮, টীকা নং ৫৩
৫৯. ইবনু কাসীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ভূমিকাংশ
৬০. আল-কুরআন, ২:৬৭
৬১. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২১
৬২. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৬৩. হাজী খলীফা, কাশফুয যুনুন, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৭ খৃ., ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫
৬৪. আবুল মাহাসিন হুসাইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১
৬৫. ড. ফাহাদ রুমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
৬৬. মান্না আল-কাত্তান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬
৬৭. আবদুল আযিম আয-যারকানী, মানাহিলুল ইরফান, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খৃ., ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪
৬৮. ড. হুসাইন আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪

=o=

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ ১৯৭১ সনের মার্চ মাসে বরগুনা জেলার আমতলী থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ঝাড়াখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক খান ও মাতার নাম রাবেয়া খাতুন। বর্তমানে ধানমন্ডিস্থ সেন্ট্রাল রোডে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

ছাত্রজীবনের সকল পরীক্ষায় তিনি মেধাবৃত্তিসহ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং এম.এ ও কামিল ফিক্‌হ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে ফাযিল, ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলীয়া থেকে কামিল তাফসীর, মাদ্রাসা-ই আলীয়া, ঢাকা থেকে কামিল ফিক্‌হ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ অনার্স ও এম.এ পাস করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বি.এ (অনার্স) পরীক্ষায় মেধার স্বাক্ষর হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন স্কলারশীপ ও এম.এ পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিসার্চ স্কলারশীপ নিয়ে তাফসীর সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা করে ২০০২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

এপ্রিল, ১৯৯৭ থেকে জুন, ২০০২ পর্যন্ত ঢাকার ধানমন্ডিস্থ আইডিয়াল কলেজ ও ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ২০০৩ সনে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ, ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তার ৩টি বই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে পাঠ্যভুক্ত হয় এবং ঢাকার স্কলারস পাবলিকেশন্স লিঃ থেকে ১০টি বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যবই প্রকাশিত হয়। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০টি, প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ১৫টি। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় একাডেমিক রিসার্চ জার্ণাল, জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সাময়িকীতে নিয়মিত লিখেন। তিনি সেন্টার ফর এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ-এর পরিচালক, বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের অন্যতম সদস্য।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN : 984-843-038-4

www.pathagar.com